কুহক
গার্গী ভট্টাচার্য
Kuhak ::: Gargi Bhattacharya
KUHAK/Gargi Bhattacharya

কুহক

গার্গী ভট্টাচার্য

Copyright © 2018 Gargi Bhattacharya

All rights reserved.

Contact Details --- TeaTree25@outlook.com

This book is entirely a work of fiction. The names, characters, organizations and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities, is entirely coincidental.

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

The views expressed in this book are entirely those of the author. The printer/publisher, and distributors of this book are not in any way responsible for the views expressed by the author in this book. All disputes are subject to

arbitration; legal actions if any are subject to the jurisdictions of courts of Canberra, Australia.

First Published: September 2018

Cover Design: Gargi Bhattacharya --- created digitally using www.pixabay.com images)

Distributed by Gargiz.com

Gargi's youtube channel : shalpial network

Current videos ::

1. Marwa
2. Neel Bharani
3. Fagun Kuasha
4. Maya Horin
5. Pushpito Jonaki
6. Madhubani
7. Bhagirathi part 1 and 2
8. Alfaaz --several parts
9. Mayurkonthi Brishti
10. Shatabhisha
11. Megh Chandni
12. Timir timire whale video

Her writing style is being taught in the creative writing classes and workshops of a KOLKATA based english medium school. Noted Indian mainstream publisher, Dey's Publishing has marketed many of her books.

Books by the author : (Years active 2006-2018)

BOLD=BEST SELLER

1. **Chander mohuabone (as Chander coffee shope)**
2. **Maya horin**
3. **Fagun kuasha (as Hemanter bishh and Fagun Kuyasha)**
4. **Mayurkonthi bolkol**
5. **Neel bharani**
6. **Pishach**
7. **Machhranga**
8. **Mrigashira(as Digital Polash)**
9. **Andolika**
10. **Tofu tring**
11. **The clay egg (as The egg & Kindle version of The Clay egg)**
12. **Pushpito jonaki**
13. **Ghumpahari aator**
14. **Tuhinrekha**
15. **Kamakshi**
16. **Ava Cho**
17. **Chameli phool**

18. **Fungus**
19. **Hemate**
20. **Gothic Church**
21. **Afgani**
22. **Jharbati**
23. **Radhachura**
24. **Mom rong**
25. **Domru**
26. **Cordless Hathpakha**
27. **Megh jochhona**
28. **Phobia**
29. **Mahuran**
30. **Hamir**
31. **Sanjh Batighar**
32. **Madhu Nirjhor**
33. **Sunayani**
34. **Raka**
35. **Pencil**
36. **Bhooter boi doll putul**
37. **Bindi Memsaheb**
38. **Shefali**
39. **Neel Kuthi**
40. **Shankh**
41. **Dhan Mahal**
42. **Kath buro**
43. **Jajabor**
44. **Rupmathi**

45. **Chandan Sugandhe**
46. Madol
47. **<u>Sobuj Tara====</u>**
48. Mehogany Homshikha
49. Pekhom buro
50. Joyshil
51. Kaak
52. Chhobighar
53. Kankhe Gagori-(a collection of previously published novellas)
54. Jhumri –(a collection of previously published micro stories….)
55. Torsha Nodi Schizophrenic
56. Mohor Pasha
57. Chitrambori Bandish etc.
58. Kuhak (horror stories)
59. Coming Soon 2 novellas

কেবল ভূতের গল্প না বলে এগুলোকে আমি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গল্পও বলতে পারি বা মিডিয়ামদের ভাষায়- আদার সাইডের গল্প। সেইভাবেই লিখলাম আর তাই নাম দিলাম কুহক । মায়াজাল, কুহেলি ও রহস্যে মোড়া । সরাসরি ভৌতিক নাম নাহলেও কুহক-ও মন্দ নয় তাই না? মহাবিশ্ব নামক জাদুকরের মায়া আরকি বা তার জাদু।

কিছু সত্য ঘটনা, কিছু আমার কল্পনা ।৩-৪টি

ভূমেডি মানে ভূতের কমেডিও আছে ।

সিনেমায়, স্পিরিটদের যেভাবে দেখানো হয় তা অনেক মিডিয়ামেরই না পসন্দ্ !অনেকেই আমাকে তাঁদের ক্ষোভ জানিয়েছেন !

আর আমি, খুব ভয়ের বা থ্রিল-এর ভালো গল্প লিখতে অক্ষম! তবুও আপনাকে ভৌতিক গল্প পড়তেই হবে তাই কায়দা করে একটু ভেজাল মানে মায়া মিশিয়ে দিলাম ☺ !!

উৎসর্গ:::

মায়া গার্গীকে; মানে আমার ছায়াকে–

যে আমাকে ছেড়ে কখনোই যায়না !!!

কুহক

বিমান

একটি ভাঙা প্লেন এনে কেউ যেন রেখে গিয়েছিলো বন্দীগড়ের খোলা মাঠে । এক স্থানীয় ঠাকুরের নির্দেশে এই বিমান আনা হয় । পরিত্যক্ত বিমানটি দেখে গ্রামের লোকের মুখে হাসি ফোটে কারণ ওরা কোনোদিন এত কাছ থেকে প্লেন দেখেনি ! আকাশে উড়তেই দেখেছে কেবল ।

এই এলাকায় থাকে এক মেয়ে তার নাম বর্ষা । সে প্রতি অমাবস্যার রাতে কোথায় যেন চলে যায় । কেউ তাকে খুঁজে পায়না ।আসলে একবার সে গভীর রাতে ; প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলে, দেখে একজন খুব লম্বা ব্যাক্তি বিমানের কাছে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে । পরণে টুপী, সাদা চক্‌চকে ধাতব পোশাক, যা রাতের আঁধারেও দেখা যাচ্ছে !

মানুষটি ওকে প্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যায় নানান দেশে ! তারপর থেকে ও অমাবস্যা রাতেই নিঁখোজ হয়ে যায় । কেউ জানেনা ও কোথায় যায় । কেউ ওকে খুঁজে পায়না সেইসময় কিন্তু ও নিজে জানে যে বিমানের মৃত চালক ওকে ফ্রিতে উড়িয়ে নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে । তবে ও মোটেই ভয় পায়না ।

অমানিশায় একটা শিসের শব্দ ভেসে আসে ওর জানালায় । তারপর কেউ যেন খুব মিহি স্বরে ওকে ডাকে---**ব-র্-ষা ! বরোষা ---বর্ষা !!!**

একটা শীতল বাতাস ছেয়ে যায় ঘরে । গুটি গুটি পায়ে মেয়ে চলে যায় বিমানের দিকে ! নিশি ডাকা নিঝুম রাতে, নৈঃশব্দের সিঁড়ি বেয়ে-- এক অদ্ভুত নিশিতৃষ্ণায়!

রাতপোশাক

মেরী আর পরী পড়ে রাতের স্কুলে । নাইট স্কুল । সারাটা দিন কাজকম্মো করে রাতের বেলায় ওরা এক স্কুলে পড়তে যায় । অনেক দূর হেঁটে যায় দুই বোন । মাঝে পড়ে এক সুবিশাল বন । তবে এই বনে কেবলই শালগাছ । সাইজে বড় হলেও হাল্কা সবুজ বনানী ।ওরা অনেকবার ক্লাস থেকে ফেরার সময় দেখেছে যে এক রূপসী ;অত্যাধুনিক রাতপোশাক যা ওদের গ্রামের সমাজে বেমানান, পরে ওখানে বসে থাকে । অবাকও হয়েছে । মহিলাটি ওদের সাথে আলাপও করেছে । ও নাকি পথ হারিয়ে এই বনে আটকে পড়েছে । ওরা ওকে সাহায্য করতেও চেয়েছে কিন্তু সে গা করেনি ।

তিন- চারদিন ওকে পরপর দেখার পরে- একদিন দ্যাখে ও, ওদেরকে হাত নেড়ে কাছে ডাকছে । ওরা গেলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় ।

দেখে এক অপরূপা বসে আছে- ফ্যাশান সচেতন রমণীর মতন রাতপোশাক পরে কিন্তু তার হাত আর পা দুটি কঙ্কালের । ওরা ছুটে পালাতে গেলে সেই কঙ্কালের হাত ওদের পেছনে ছুটে আসতে থাকে আর পিঠে এসে খট্ খট্ আওয়াজ করে আঘাত করতে থাকে । অসম্ভব ঠান্ডা সেই হাত !

মেরী আর পরীকে- পরদিন সকালে ঐ বনপথে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । খোঁজখবর করে জানা যায় যে এই মেয়েটি ওদের বড় বোন । সৎ বোন । তার মাকে আর মেয়েটিকে ওদের বাবা ত্যাগ করে ; এক অন্য মহিলার জন্য যার গর্ভে জন্মায় মেরী আর পরী ।

এই বড় বোনের নাম দেবী । ওর মা হিন্দু নারী ছিলো ।

মেরী ও পরীর মা হল খ্রীস্টান । ওদের বাবার সাথে বিয়েও হয়নি ওদের মায়ের । দেবীর মায়ের সুখের সংসার ভেঙে দেয় এই দুই মেয়ের মা । তাই তাকেও হত্যা করেছে দেবী ;একইভাবে । কেবল ওরা সেটা আগে জানতো না কারণ শৈশবে হারানো মায়ের, মৃত্যু রহস্য সম্পর্কে তাদের বাবা কোনোদিনই তাদের কাছে মুখ খোলেনি । যেমন জানতো না যে তাদের বিয়েটাও কোনোদিন হয়নি । তবে মায়ের মৃত্যু স্বাভাবিক নয় সেটা শুনেছিলো, পরে ।

কোকা পুরোহিত

কোকা পুরোহিত এক তান্ত্রিকের নাম। সে ইউ-টিউবে বসে লোককে মন্ত্র ও তন্ত্রের সাহায্যে বলবান করে। নানান টালিস্মান্ , শুভ-চিহ্ন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে মানুষ এগিয়ে যায় নির্ভয় চিত্তে অজানার দিকে।

কোকা পুরোহিতের আসল নাম কেউ জানেনা। লাল লম্বা টিপ্, লাল পোশাক এসব পরা আর কালো, ঘন , কোঁকড়ানো চুল। মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ! এই মানুষটির এক মন্দির আছে। ঘন বনের মধ্যে। সেখানে কেউ গেলে অবাক হয় দেখে যে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হলেও মন্দিরটি ভেজে না। অথচ পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি এই মন্দিরটি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে অনেকেই মন্দিরটি দেখতে পায়না। অনেকে একইসঙ্গে গেলেও কেউ কেউ তার দেখা পায়না। ভেতরে প্রবেশ করে অনেকে, মা ছিন্নমুন্ডীর মূর্তি দ্যাখে , পূজার প্রসাদও খায় কিন্তু অনেকেই সেই

মন্দিরটি দেখতে পায়না বলে চত্বর থেকেই ফিরে আসে । কোথাও যেন উধাও হয়ে গেছে হঠাৎ-ই এই প্রাচীন মন্দিরটি, একফালি বারান্দার ওপর থেকেই !

অথচ সঙ্গীরা কেউ কেউ ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে । খুবই আজব ব্যাপার । গ্রামবাসীরা জানায় যে এই কোকা পুরোহিত আদতে অনেক শতাব্দী আগে রাজপুরোহিত ছিলো । ওদের রাজার ভাঙা বাসায় নাকি তার একটি বড়সড় ছবিও আছে যা কারো আঁকা !

দীপাবলী/ দীপান্বিতার রাতে ; এই কোকা পুরোহিতকে লাল পোশাকে পথে পথে ঘুরতে দেখা যায় । হাতে তার এক আশ্চর্য দিয়া ! যারা ওর দীপশিখার স্পর্শ আর আশীর্বাদ পেয়েছে, তাদের নাকি কপাল খুলে গেছে ।

দূর্গী

দূর্গ থেকে দূর্গী নাম-- এক মেয়ের । আসলে কোনো পুরাতন দূর্গের কোণায় জন্ম দিয়েছিলো এই মেয়েকে ; এক বাজপাখি । মেয়েটি বাজপাখির মেয়ে ।

জন্মেছিলো অবশ্য মানুষ হয়েই ! ওর পক্ষী মাতা ওকে ফেলে চলে যায় । তখন দূর্গ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করে এক ভেষজ চিকিৎসক । লোকটি ওখানে যেতো ভেষজের সন্ধানে ।

অবিবাহিত হলেও সে এই আশ্চর্য মেয়েকে মানুষ করে তোলে । মেয়েটি বড় হয়ে পিয়ানো বাদক হয় । খুব সুরেলা তার হাত । পিয়ানোর টুংটাং শোনার জন্য দেশ বিদেশ থেকে মানুষ আসে তার শহরে । বাজনার লড়াই হয় । কোনো বাজনদার বাজায় আবার তার উত্তরে সে বাজায় । খুবই মজার সেসব আসর ।

কিন্তু ওকে কে পিয়ানো শিখিয়েছে জানো ? ওর পালিত পিতা পরে বিয়ে করলে, এই মেয়েকে তার সৎ মা ত্যাগ করে । তখন সে নিজেই নিজের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে, ধনী মহিলাদের বাসায় গিয়ে গিয়ে গৃহকর্মে সাহায্য করে । এরকম এক বাসায় ছিলো টিগি নামে এক বুড়ি । টিগি, পরবাস থেকে এই দেশে আসে । দূর্গা শহর ভালোলেগে গেলে এখানেই থেকে যায় ।

একাকিনী এই নারী, দূর্গাকে যত্ন করেই পিয়ানো শেখায় । খুবই ভালো হাত ছিলো দূর্গার । বুড়ি তাই বলতো । একদিন পিয়ানো বাজাতে বাজাতেই ওর ওপর ঢলে পড়ে টিগি । কিন্তু তার মৃতদেহ স্পর্শ করতেই মনে হয় যেন তা কত শতাব্দীর পুরনো । অসম্ভব শীতল তার দেহ ! টিগি যেন এই জগতের কেউ ছিলই না কোনোদিন, এমনই মনে হয়েছিলো তার শরীরের তাপমাত্রা দেখে । পরে অবশ্যই তার বাসা থেকে তার মমি পাওয়া যায় । সেই মমি করেছিলো তার পরিবার, কারণ টিগি চেয়েছিলো--- মিশরের এক ফারাওয়ের মেয়ের মতন তাকে যেন মমিস্থ করা হয় ।

শার্লি

শার্লি এক মাংস কর্মী । ওরা, পরিবারের সবাই মিলে মাংসের কাজ করে । কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতন ছোট ব্যবসা চালায় । সসেজ তৈরি করে ----------------

বিফ্, পোর্ক, ব্যাঙ, কোয়েল, হাঁস, চিকেন, ল্যাম্ব, মাটন,

ক্যাঙারু, হরিণ, সাপ-খোপ কিছুই বাদ যায়না । বিরাট বাড়ি ওদের । একধারে কারখানা । নিজেরাই কাজ করে সবসময় । পরে ওদের বাড়ির পুরুষেরা, দূর-দূরান্তে গিয়ে গিয়ে সেইসব মাংস বিক্রি করে অথবা অন্যান্য দোকানে সাপ্লাই দেয় ।

কৈশোর থেকেই ওরা সবাই এইসব কাজ করতে অভ্যস্থ । মাংস নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে ওরা সবাই । ইদানিং অবশ্য শার্লি আর কাজ করতে পারছে না কারণ ও যখনই সসেজ বানাতে যায় তখনই সেই মাংসপিন্ডটা কোনো না কোনো জীবিত--

পশু বা পাখির আকার নিয়ে নেয় । কম্পিত হস্তে লাফিয়ে ওঠে শার্লি ! কিন্তু বিদেশী সমাজে কেউ ওকে বিশ্বাস করেনা !

সবাই, সবাই, এমনকি ওর পরিবার পরিজনও ওকে পাগল ভাবে । তাই আজকাল ও একা- এককোণে বসে বসে সময় কাটায় । মাংস খেতে গেলে কিছু হয়না কিন্তু কিছু বানাতে গেলেই !!! ব্যা ব্যা ! হম্বা হম্বা , ফোঁস !

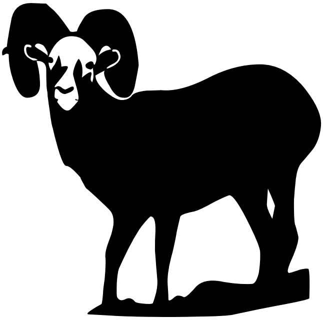

বাতিঘর

সমুদ্রের এক বাতিঘর - অনেক পুরনো । ভগ্ন দশা । তবুও ইদানিং অনেক যাত্রী আসে এসব দেখতেই । আসলে এখানে আগে অনেক জাহাজ আসতো । পরে বন্দর পরিত্যক্ত হয়ে যায় । তবুও কেউ কেউ অনেক সময়ই এক ক্রুজে চলে যায় । জাহাজের নামও বাতিঘর । বেশ বড় এই জাহাজ । একটু পুরোনো । মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যায় যাত্রীদের । একটা দ্বীপ আছে সেটা নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাদা বালির দ্বীপ । ওখানে আগে লোকেরা নিজেদের গৃহপালিত পশুদের সমাধিস্থ করতো । মৃত পশুদের বোটে করে নিয়ে যেতো ।

সাদা বালির ওপরে সাজানো -পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত কবরের ফলক -পশুদের নাম লেখা ! ওখানে নিয়ে যায় জাহাজটি কিন্তু কেউ আর ফিরতে পারেনা কারণ ঘোরা বেড়ানো হয়ে গেলে কেউ আর জাহাজটি খুঁজে পায়না । অনেক সময় কোনো রেস্কিউ টিম খবর পেলে লোকেদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।

আবার অন্য সময় মানুষেরা, ওখানে অভুক্ত থেকে থেকে মারা যায় ।আজকাল মোবাইল ফোন চালু হলেও ওখানে গেলেই কানেকশান্ অফ্ হয়ে যায় । কাজেই বাতিঘর জাহাজে- পা দেওয়া মানেই কিছু একটা ঘটতে চলেছে । ভাগ্য ভালো হলে জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারবে নাহলে দ্বীপেই সমাধিস্থ হবে ; অন্যান্য মৃত পশুদের মত !

তবে দেহগুলো পচে না। মমির মতন হয়ে থাকে ।

****

নোট:এটাকে ভৌতিক সাবমেরিনও ভাবা যায় । কী বলেন ? কোনো ঘোস্ট ট্যুর গাইড কিংবা কোনো ভূত প্রেমীর কাছে শুনেছি যে অস্ট্রেলিয়ার নানান কোস্টে, ভৌতিক জাহাজ দেখা যায় । তবে আমি এখন মনে করতে পারছি না --কোথায় দেখা যায় বা কে বলেছে আমাকে । পাঠক আমাকে এর জন্য মাফ করবেন । আপনাদের জানিয়ে দিলাম । উৎসাহীরা যেতে পারেন, গুগুল করে নিয়ে !! আমি এক অতীব ভৌতিক শহর পিক্টনে যাবার প্ল্যান এঁটেছি । সিডনির কাছে আছে । ওখানে অলিতে গলিতে নাকি ভূত !!!

ব্যাঙভূত

রোশনাই

তিন বোনের বাসা ছিলো ; রোশনাই । তিন বোনের নাম শমিতা, অমিতা আর প্রমিতা । কৈশোরে বাবা/মা মারা যাওয়ায় ওরা একাই বেড়ে ওঠে । বড় বোন শমিতা অবশ্যই মায়ের ভূমিকা নেয় ও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে আয় করে সংসার চালাতে থাকে । পড়াশোনা করে বড় হবার পরে তিনজন তিন রকমের কাজ নেয় । একজন হয় ডান্সার । আদিবাসী নৃত্য, অভিজাত সমাজে ছড়িয়ে দেয় । একজন হয় সূচি শিল্পে পারদর্শী । নিজের ফ্যাশান ব্র্যান্ড খোলে । আর বড় বোন বাসায় থেকে ঘরদোর সামালাতেই বেশি পছন্দ করে !

সে না থাকলে আজ অন্য দুইজন কি আর এত ওপরে উড়তে সক্ষম হতো ? দুইবোন বিয়েও করে সহকর্মীদের ; কিন্তু বিয়েগুলো স্থায়ী হয়না !

আবার ওরা বড় বোন শমিতাকেই আঁকড়ে ধরে ।

একদিন তিন বোনকে কেউ খুন করে । লোকে বলে কোনো উন্মাদ করেছে --আবার ওদের বন্ধুরা বলে যে প্রাক্তন স্বামীরা হয়তবা এই বাড়িটি হাতাবার মতলবে এই কুকর্ম করে ফেলেছে কারণ এখন বাসাটির দাম অনেক হয়ে গেছে । আগে এটা সাবার্ব ছিলো । এখন নগর বেড়ে উঠেছে তাই মূল শহরের মধ্যে চলে এসেছে এই বাড়িটি, যার নাম রোশনাই ।

তিন বোনের মৃত্যুর পর, সরকার থেকে বাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিন্তু দখল নিতে কেউ পারেনি । বাসাটি ফাঁকাই পড়ে আছে । কারণ যখনই কেউ ওর দখল নিতে যায় ঠিক তখনই সারা বাড়িটা থেকে তাজা লাল রক্ত এসে ডুবিয়ে/ভিজিয়ে দেয় সবাইকে । কোথার থেকে এই রক্ত আসে কেউ জানেনা । বন্যার মতন বয়ে আসে টাট্‌কা রক্তের স্রোত ! একদম নির্ভেজাল রক্ত ।

কারো ক্ষতি হয়নি সেইভাবে তবে লোকের দেহ ভারী হয়ে যায় , গলা ফ্যাস্‌ফ্যাসে হয়ে ওঠে- কথা বলতে গেলে আর মেরুদন্ড বেয়ে বয়ে চলে এক অসম্ভব হিমশীতল অনুভূতি ! তাই আপাতত: বাসাটি খালিই পড়ে আছে ।

আরও আজব কান্ড হল- এতদিনের পরিত্যক্ত বাসা হলেও সমস্ত আসবাবপত্র ও মেঝে ফেঝে একদম সাফ্ সুতরো আছে যেন কোনো মানুষ এখানে এখনও বাস করে ।

****

নোটঃ আংশিক সত্য ঘটনা । THE HAUNTED HOUSE ON ST. MARKS ROAD— Bangalore.

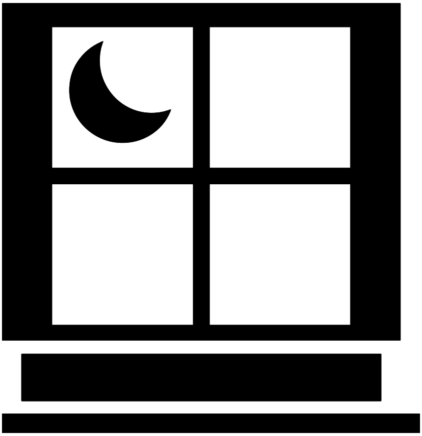

জলচর

নীল সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপ । সেখানে অসংখ্য হাঁস আর শামুক । অপরূপ এই দ্বীপে লোকে নৌকো করে ঘুরতে যায় । একদিন সন্ধ্যার অল্প আগে সেখানে যাবার জন্য সোহম একটি বোটে চড়ে বসে । মাঝবয়সী মাঝি ওকে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে চম্পট দেয় । আসলে ওখানে পৌঁছে সে একটি অক্টোপাসের রূপ ধারণ করে । সাঁতার না জানা সোহম গভীর জলে ডুবে প্রাণ হারায় । এরকম বহু মানুষের জীবন হানি হয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার পথে ।

আসলে ঐ অক্টোপাসটি যখন জীবিত ছিলো তখন এক ঊষা লগ্নে সে সাগর পাড়ে এসে আটকে যায় । করুণ চোখে আর্তি জানালেও কোনো তীর ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষ ওকে জলে ঠেলে দেয়নি । পরে সে মারা যায় ।

এরপর থেকে ঐ সাগর তীরে এরকম এক নৌকো দেখা যায় । তার চালক কখনো বৃদ্ধ , কখনো কোনো রূপসী মেয়ে আবার কখনো বা নেহাতই মাঝবয়সী কেউ !

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি নৌকোর মাঝেই সে থাকে ঠাকুরাণীর ঘাটে -যা ঐ জায়গার পোশাকী নাম , কেউ দ্বীপে যাবার বোট ধরতে চাইলে নানান মুখের ভীড়ে ওর তালপাতার ডিঙিতে চড়ে বসে আর শেষ যাত্রায় মেশে ।

পেস্ট কন্ট্রোল

বিদেশে আসার সময় পোষা কুকুর ডিজেলকে একটি কেনেলে দিয়ে এসেছিলো বরখা আর সমীরণ সিংহ ।

পোষ্য জিনিস দূরে চলে গেলে অসম্ভব কষ্ট হয় । ওরা তো নিজেদের বাচ্চার মতনই !অনেকদিন বরখার বুকে যন্ত্রণা হত । নিজের একটা বাচ্চা চলে গেলে যেমন লাগে ঠিক সেরকমই কষ্ট হত ।সমীরণের বুকে মুখ দিয়ে কত কেঁদেছে !

সমীরণ ওকে বলেছে যে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় । তবুও মন মানেনি ।

ছোট্ট জীবটির বুকে কত্তো কষ্ট হয়েছে ওরা বুঝেছিলো । ওর চোখ থেকে জল পড়ছিলো । ও চীৎকার করে কাঁদছিলো ।**বরখাও চেঁচিয়ে উঠেছে , হি নিউ ইট , নিউ ইট !!**

ইদানিং বরখার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হয়েছে । গরমকালে বেশি হয় । শীতকালে প্রায় দেখাই যায়না ওদের ! প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে একটা না একটা কিছু মরে পড়ে থাকতে দেখতো । ভাবতো নিজে থেকে মরে গেছে । ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে ভাবতো যে কোনো রহস্যজনক কারণে মরে যাচ্ছে ।

পরে দেখলো যে বিছে , সাপ এমনকি বড় বড় ইঁদুরও মরে পড়ে থাকছে । একদিন ডিজেলের প্রিয় ইলিশ মাছের কাঁটা, বিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো । সেই বিনে অসম্ভব আওয়াজ শুরু হয় যেন কেউ টেনে হিঁচড়ে ওগুলি বার করছে । কিন্তু কোনো কাঁটা কিংবা মাছের টুকরো পড়ে নেই ।

একদিন কেন, পরপর কয়েকদিন সন্ধ্যাবেলা কার যেন ছায়া দরজার পাশ থেকে সরে গেলো । সাদা মতন কিছু একটা , একটু কুয়াশার মতন আর কালো দুটি টানা টানা উজ্জ্বল চোখ ।

একবার রাস্তায় খুব কুয়াশা ছিলো । গাড়ি চালানোতে সমস্যা হচ্ছিলো । ফগ লাইট ফাইটে কোনো সুবিধে হচ্ছিলো না ।তখন ওরা দেখলো যেন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এলো এক সাদা ধোঁয়া । একটি আকৃতি নিয়ে ছুটে চললো রাস্তার মাঝখান দিয়ে । ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি পশুর মতন ছোট্ট চেতনা !

ওদের প্রিয় কুকুর ডিজেল -সাদা বা রূপার মতন চকচকে লোমওয়ালা , তাজা এক জাপানী স্পিৎজ ছিলো । যে খেলতে আর নানানভাবে পোজ দিতে পছন্দ করতো ।

লেখিকার ব্যাক্তিগত জীবনের ঘটনা ।

ডল হাউজ

ওলিম্ দেশের মধ্যেই আছে শহর ফারলং । রাজধানী তাতারি থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই শহর । শহরের একদম শেষপ্রান্তে আছে হাল্কা রাবার বন । সেই বনের শেষে একটি বিরাট মহল । লোকে বলে ডল হাউজ ।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে এই এলাকার রাজা , এক রাখালের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো । মেয়েটি সুরূপা , সরল ও কর্মঠ । সারাদিন ভ্যাড়া চড়িয়ে সায়াহ্নে ওদের একজোট করে ঘরে ফিরতো । দিনের বেলায় গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে বসে মেয়েটি, সুরেলা একটি যন্ত্র বাজাতো । রাজকুমার অনেকদিন ধরে ওকে দেখছে । মনে একটা কোমল ভাব ছড়ায় ওকে দেখলে । মেয়েটি গ্রামীণ ও দরিদ্র হলেও কিছু একটা ছিলো ওর ব্যাক্তিত্বে । একবার রাজকুমার ইচ্ছে

করে নিজের হাত কেটে ওর সামনে যায় । ও দৌড়ে এসে নিজের পোশাকের কোণা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয় । তার আগে লতাপাতা ঘষে দেয় । বলে ওঠে :: তোমাকে দেখে মনে হয় শহরের লোক । এইভাবে বনবাদারে ঘোরা তোমার কম্মো নয় । বরং ঘরে বসে আরাম করো । তোমার তো পয়সা আছে , আমার মতন সারাদিন বসে বসে পশুর খেয়াল রাখতে হয়না ।

টিপিক্যাল ফেরি টেলের গল্প যেন ।

ক্ষুদ্র রাজবংশ হলেও আভিজাত্য ও মান মর্যাদার কারণে এই মেয়ে যার নাম - বার্চ , তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অক্ষম ছিলো রাজনন্দন । মানুষটি আর বিয়েই করলো না । বার্চের মতন সরল মেয়ে যে ওকে ভালোবাসবে আর ওর দেখভাল করবে তাকেই ওর চাই । কিন্তু বাস্তবজগতে দ্বিতীয় বার্চের সন্ধান পাওয়া গেলোনা । **তখন তো ফেসবুক ছিলোনা কাজেই বার্চ , বৃক্ষ হয়েই থেকে গেলো । রাণী হবার সুযোগ পেলোনা ।এরপর নাকি রাজকুমারের কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয় ।** সারাটাদিন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো । যেখানে বার্চ ভ্যাড়া চড়াতো সেখানে । ইদানিং ওর রাখাল পিতা এই কাজ করতো । বার্চকে ওর বাবা ও

মা ঘরবন্দী করে রেখেছিলো ও অন্য পাত্রের সন্ধান করছিলো রাজবাড়ির নির্দেশ অনুযায়ী !

বার্চের বল্কল পাবার আশায়, বনপথে ঘুরতো পাহাড়িয়া রাজকুমার । শেষে ঘরে বসে পুতুল সংগ্রহ করতো ।

নানান দেশের অপরূপ পুতুল সব । পুরুষ পুতুলগুলো ক্লায়েন্ট আর পুত্‌লি মানে মেয়ে পুতুলগুলো দেহপসারিনী । এইভাবে দিনরাত বসে বসে মানুষটি পুতুল খেলতো । শেষ অঙ্কে মেয়ে পুতুলগুলোকে টেনে , হিঁচড়ে খুলে ফেলতো । হাসতো , হা হা হা করে । মহল কাঁপিয়ে ।

বলতো, দেখো অভিজাত মেয়েদের নমুনা, সবকটা রান্ডি ; তবুও সহজ সরল মেয়েদের তোমরা বৌ করবে না ।

বছর পাঁচেক বাদে ওকে শিকল বেঁধে রাখতে হত ।

শেষে আত্মহত্যা করে ।

রাজ পরিবার পরে ঐ বাড়িটাকে ডল হাউজ করে দেয় । সেখানে সব পুতুল সাজানো আছে । অরিজিন্যাল ডল আর তার সাথে কুমারের ছিঁড়ে ফেলা ডলের টুকরোগুলো ।

জিঘাংসা ; এইকথাটাই মনে হয় ডল হাউজ দেখলে ।

-----ভাগ্য ভালো যে জ্যান্ত পুতুলের ওপরে কোপ পড়েনি । অনেক টুরিস্টই ডল হাউজের কমেন্ট পত্রে লিখে রেখে গেছে ।

সূর্যের আলো নেভার আগেই ডল হাউজ খালি হয়ে যায় । সমস্ত টুরিস্টকে বার করে দেওয়া হয় । তারপর সারাটা রাত চলে তান্ডব নৃত্য । পুতুলগুলো নাকি হাসে, কথা বলে , চলাফেরা করে ।
ওদের গণিকাবৃত্তিতে লাগিয়েছিলো রাজকুমার কিন্তু ওরা সরল পুতুলের দল সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাতভর অশ্রু বৃষ্টি নামায় ।

পরদিন ভোরে পুরো ডল হাউজ অগোছালো হয়ে থাকে । আবার কেউ আসে ,এসে সব গুছিয়ে তোলে টুরিস্ট আসার আগেই ।

লন্ঠন অভিযান

মাউন্ট ইয়ারাইয়ারায় বহু খুন খারাপীর ইতিহাস আছে। নিয়মিত ঘোস্ট ট্যুর হয়। কোনোটা ঘোড়ার গাড়িতে কোনোটা বা পায়ে হেঁটে হাতে লন্ঠন নিয়ে। এরকমই এক ট্যুরের বাঙালী গাইড প্রতীশ সাহা। ছেলেবেলা থেকে প্রেতপ্রেমী। তবুও কোনোদিন প্রেতাত্মা দেখেননি।

গ্রীষ্মের এক অমানিশায়, লন্ঠন অভিযানে উনি পথপ্রদর্শক। পেছনে টুরিস্টরা। এক এক করে সাতটি ভৌতিক স্থান পরিদর্শন করে, গল্প বলতে থাকেন প্রতীশ। শেষ মাইলস্টোনে এসে পেছন ঘুরে দেখেন উনি একা আর কেউ নেই ! পরদিন প্রভাতে খুঁজে পাওয়া যায় সাত ট্যুরিস্টের লাশ ; ফেলে আসা সাতটি ঘোস্ট হান্টিং স্পটে। যেন কেউ অমানুষিক ভাবে খুন করেছে তাঁদের !!! দেহাংশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে টুকরো টুকরো করে, খবরের কাগজের মতন।

আত্মা

শেখরের বড্ড লেখক হবার শখ । শৈশবে মা কে হারিয়েছে । বাবা আর বিয়ে করেন নি । একা হাতে তাকে মানুষ করেছেন । একলা সময়টা কাটাতো সে প্লাঁশেৎ করে । একদিন সে লেখা জমা দিলো নামী পত্রিকায় । খুবই প্রশংসিত হল । ক্রমশ তার নাম হল । লোকেরা বললেন : সে মার্ক টোয়েনের উত্তরসুরী । তার রচনা একেবারে মার্কের মতন ।

উডলন সিমেটারিতে ; মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে মুচকি হাসে শেখর মাতব্বর । কাউকে আজও বলেনি যে প্লাঁশেৎ করে সে মার্ক টোয়েনকেই ডাকতো । পরে হত অটোমেটিক রাইটিং , প্রখ্যাত এই ভাষাস্থপতির কল্যাণেই ।

Note: Automatic writing or **psychography** is writing which the writer states to be produced from a subconscious and/or spiritual source without conscious awareness of the content-- in spiritism, spirits are claimed to take control of the hand of a medium to write messages, letters, and even entire books. Automatic writing can happen in a trance or waking state... Wikipedia.

ভ্রূণ

শালবনী থাকতো শালডুংরীর কাছে । ডাক্তারি পাশ করে এখানেই খুলেছে মোটামুটি মাঝারি আকারের হাসপাতাল । আজকাল সে এক অদ্ভূত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে । এখন তো অনেক অবিবাহিতা মেয়ে মা হয়ে যায় , সে তার হাসপাতালে তাদের ভর্তি করে গর্ভপাত করায় । এইভাবে বহু মানুষ তার হাসপাতালে গর্ভপাত করিয়েছে । নিয়মিত নানান চিকিৎসার সাথে সাথে চলেছে এই গর্ভপাত খেলা ।

শালবনী বিয়ে করেছে এক গুজরাটি ব্যবসাদারকে । কাজেই টাকার অভাব নেই । ইদানিং তারা কন্টিনেন্ট ট্যুরে যাওয়া আরম্ভ করেছে । কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছে এক মরুশহর থেকে । সেখানে এক উটপালক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় । মেয়েটি শালবনীকে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিলো । পুতুলটি রয়েছে হাসপাতালে । রিসেপশানে ।

পুতুলটি আসার পর থেকেই হাসপাতালে শুরু হয়েছে খুন খারাপি । আগে ভ্রূণ হত্যা করা হলে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যেতো না । এখন দেখা যাচ্ছে যে রোগিনী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছেন । কে এই খুনগুলি

করছে বোঝা যাচ্ছে না । হাসপাতালের কয়েকজন নাইটডিউটি দেওয়া কর্মী অবশ্য বলছে যে তারা ঐ পুতুলকে হেঁটে গিয়ে ; রোগিনীর গলা টিপে মারতে দেখেছে । হাত লম্বা করে ; গলা টিপে ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে ক্ষুদ্র নির্জীব পুতুল ! ২০১৮ সালে এ কি বিশ্বাস যোগ্য ??

---কেন নয় ? মহাবিশ্ব মায়াময় । কী করে কী হয়, কে জানে ? অণু পরমাণুর খেলাই দেখো না । কোয়ান্টাম জাম্পিং-এর কথা জানোনা ? একই প্রিন্সেস ডায়ানা, একসঙ্গে বিভিন্ন মহাবিশ্বে অবস্থান করছেন । এ তো বিজ্ঞানই বলছে ! তুমি একবার খোঁজ নাও না । বলেন বৃদ্ধ ডাক্তার, ডাঃ তোলারাম ।

শালবনী পুতুলটিকে কিছুদিনের মতন তার বাড়িতে ঠাকুরঘরে রেখে চলে যায় মরুশহর হাফিদাতে । হাফিদা শহরে, যাযাবর শ্রেণী ডোরারাফা আপাততঃ বাস করছে । তাদেরই মেয়ে সেই উটপালিকা । মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিলো । কারণ তার প্রেমিকের সঙ্গে তার একটি সন্তান হয় যাকে দলের লোকেরা গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মেরে ফেলে । তারপর থেকে সে যেন ক্রোধী হয়ে ওঠে । কোথাও কেউ গর্ভপাত ঘটাচ্ছে দেখলেই সংশ্লিট লোকেদের কঠিন সাজা দেয় । কখনো মেরে, কখনো পঙ্গু করে । যার যেমন দোষ তার সাজার পরিমানও সেরকম -----অনাহুত সন্তানের প্রাণ নেবার

অধিকার তার বাবা মায়েরও নেই । সে আসছে নিজের যোগ্যতায় , ভাগ্যের খেয়ালে । কাজে কাজেই-----

শালবনী স্থির করেছে ফিরে গিয়ে গর্ভপাতের বিভাগটি তুলে দেবে ।

ফেরার পরে দ্যাখে, কোনো অজ্ঞাত কারণে ঠাকুর ঘরে- পুতুলটির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ও সে পড়ে আছে এককোণায়, একতাল কাপড়ের মতন । হয়ত শালবনীর নেওয়া ডিসিশানের কথা সে শুনতে পেয়েছে ; হাজার হাজার মাইল দূর থেকে !

গাইড

বহুদিন ধরেই ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরে যাবার ইচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি বাদলার জন্যে হয়ে উঠছিলো না । বর্ষা কমতেই হাজির আমরা এক সন্ধ্যায় ভূত দর্শনে । আমাদের গাইড পিটার । পিটার ওবামা । হ্যাঁ বারাক নয় পিটার ওবামা । মূলত অ্যাফ্রিকান । ঘন কালো রঙ । মাথায় ঝাক্ড়া চুল ।

এক মনে বলে চলেছে বিভিন্ন ভৌতিক স্থানের গল্প । কোথায়, কবে ,কীভাবে ভূত দেখা গিয়েছিলো বা যায় এইসব । বললো : যারা বেশি সংবেদনশীল, তারাই ভূত দেখতে পায় ।ওদেরও নিজস্ব জগৎ আছে , নিয়ম কানুন আছে তাই সবাই সেই দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার পায়না ।

এত জ্ঞানী যে ভাবা যায়না !! স্টিফেন হকিং থেকে আইনস্টাইন আবার রিচার্ড ডকিন্স থেকে বৌদ্ধ্য দর্শন --পুরো মুখস্থ । মানুষ কতরকম ভাবে জীবন কাটায় । কেউ বাঁচেন বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায়, কেউ অতীন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে ।

বহুবার সে ভূতের হাতে নাস্তানবুদ হয়েছে কিন্তু নিঁখুত টাইমিং ও অভিজ্ঞতা বাঁচিয়ে দিয়েছে । যেমন একবার একটি অট্টালিকার শ্যান্ডেলিয়ার ওর মাথায় পড়তে যাচ্ছিলো । বলাবাহুল্য ভৌতিক কান্ড ছিলো সেটা ।

আমি খুব মিশুকে, লোকে বলে - হাহা হে-হে পার্টি । মুহুর্তেই জমিয়ে বসলাম । ট্যুরের পরে একটি জাপানি রেস্তোরাঁতে ঢুকে সুশির অর্ডার দিলাম । ও কিন্তু কিছু খেলোনা । শুধু এক কাপ কফি ছাড়া । বললো : **বাড়িতে তিউই অপেক্ষা করবে ।**

আমি ভাবলাম বোন হবে হয়ত । আমার সঙ্গী একটু বেশি কৌতুহলী । জিজ্ঞেস করেই বসলো :-তিউই কে ?

জানা গেলো সে এক রাজকন্যে । অ্যাব অরিজিন প্রিন্সেস । ১৮২০ নাগাদ তার মৃত্যু হয়েছিলো । আজ এই কায়াহীন রাজকুমারী আসে পিটারের কাছে, নিয়মিত ।

সন্ধ্যা হলেই তার নগরপাড়ের ছোট্ট বাগানে ঘেরা বাড়ি ঘিরে ফেলে গাঢ় কুয়াশা । কুয়াশা জান্তব হয় ।

বাড়ির সমস্ত কাজ করে তিউই । খাবার বানানো , ঘর সাফ এমন কি বাগান সাফও! দেখেশুনে রাখে পিটারকে । তাই ওর ছায়া শরীরের মায়া কাটাতে পারেনি পিটার । পূর্ব কোনো জন্মে ওরা একসাথেই ছিলো ।

কাজেই ডিনারে ওর রান্নাই খাবে । সুশি নয় । তাতেই দুজনে খুশি । নাহলে অভিমান হবে রাজকুমারীর । সে বড় অভিমানিনী ।

তার দেহহীন প্রেমের কথা শুনে , অবাক হলাম আমরা । ভাবলাম : বিদেশেও প্ল্যাটোনিক লাভ হয় ।

বেশ কয়েকবার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঘোস্ট ট্যুর করাতে, এই কোম্পানির সঙ্গে বেশ জমে উঠলো । স্বভাবতই: পিটারের প্রসঙ্গ উঠলো একজন দক্ষ গাইড হিসেবে ।

জানা গেলো : পিটার নপুংসক ।

হয়ত তাই তার মনে আলোড়ন তুলেছে, অশরীরি তিউই । প্রেম সাগরে, বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভেসে চলেছে নাবিক বিহীন নৌকা ।

অদেখা চালিকা কৃষ্ণভামিনী, এলোকেশী তিউই---মন জুড়ে আছে পিটারের । গাইড করছে ভালোবাসার জগতে , আমাদের ঘোস্ট ট্যুরের প্রকৃত গাইডকে ।

বেবী সিটার

রোজউড ; একটি বাসার নাম । ওর পাশে আছে টিউলিপ বাগিচা । এতবড় বাগান ওলিম্ দেশে কোথ্থাও নেই । এত বড় বড় ফুল, খোদ হল্যান্ড থেকে আনা !

সবচেয়ে বড় ফুলটি দেশের রাণীকে উপহার দেওয়া হয় । সেই ফুল দেখতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে ।

এই বাগানের কাছেই রোজউড । সেখানে একজন সাহেব থাকে যে প্রতিমাসে বেবী সিটারের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় কিন্তু একজনও টেঁকেনা । তবুও আবার অ্যাড দেওয়া হয় । এই লোকটি ঐ টিউলিপ বাগানের মালী । তার বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য বেবী সিটারের দরকার কিন্তু কেউ এলেও কদিন বাদেই পালায় । ঘটনা যা জানা যায় তা হল শিশুদের মৃতা মা নাকি ওখানে ঘোরাফেরা করে । তাকে বাচ্চা কোলে

নিয়ে, বহুবার লোকে চলাফেরা করতে দেখেছে । কিছুতেই সে তার সন্তানদের অন্যের হাতে ছাড়বে না । ভদ্রলোকও নাজেহাল হয়ে লোকের সন্ধান করেই যায় ।

মৃতা স্ত্রীর সাথে রীতিমতন ঝামেলা হয় --- কাম অন মহুয়া -স্টপ্ ,স্টপ্ অল দিজ্ ননসেন্স । ইউ আর ক্রেজি ডার্লিং ! গো ব্যাক্ টু ইওর ওয়ার্ল্ড, গো টুওয়ার্ডস্ লাইট !

মৃতা স্ত্রী এসেছিলো বাংলা থেকে । উদ্বাস্তু হয়ে । মহুয়া অপরূপা , মহুয়া সুন্দরী । একবার কেউ দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না । এই সাহেব ওকে বিয়ে করে কিন্তু বেশ কয়েকটি সন্তান হবার পরে একদিন সে রহস্যজনক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় । লোকে সন্দেহ করলেও মারা যাবার আগে সে নিজে বলে যায় যে এটা নিছকই এক দূর্ঘটনা । তাই আর জলঘোলা হয়না ।

অনেকে বলে যে টিউলিপ বাগানের সৌন্দর্য্যের থেকেও মহুয়ার রূপ অনেক বেশি ছিলো তাই লোকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতো । কয়েকজন গেস্ট নাকি কুপ্রস্তাবও দেয় । আর মেয়েটি নাকি কোন এক শিল্পীর সাথে বিদেশে পাড়ি দেবার প্ল্যানও করে । তার মডেল হবে

বলে । মহুয়ার আরো নাম হবে । ওর রূপের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে । তার নিজের দেশে, নাকি অভাবের তাড়নায় সে শিল্পীদের মডেল হয়ে অর্থ রোজগার করতো । নগ্ন হয়ে দিনের পর দিন যুবক , ছাত্র শিল্পীদের মডেল হতো ।

এসব জেনেই নাকি ওর পতিদেব ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারে । তবে সবই গল্পকথা । কোনো প্রমাণ নেই । কিন্তু বেবী সিটার এলেই মহুয়া রূপ ধারণ করে । সাদা এক ধোঁয়াশা থেকে পুরো অবয়ব দেখা যায় । আজও সেরকমই সুন্দর ও মায়াময়, মহুয়া-কায়া !

টিকলো নাক, হরিণ চোখ, কমলালেবুর মতন ঠোঁট আর লম্বা, ঘন কালো চুল ! মহুয়া এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বেবী সিটারের দিকে আর মাঝে মাঝেই ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কোনো শিশুকে । অনেকে আবার ওকে নিজেরই একাধিক বাচ্চাকে কোলে, ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতে দেখেছে । আর শিশুরা খুবই এনজয় করে এইসব, ওদের মাকে জ্যান্ত কাছে পেয়ে ।

ছ্যাং

কেউ যদি মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে খাটে, তারই পাশে একটা কফিন রয়েছে তাহলে কেমন লাগবে ? ঠিক এরকমই হয়েছে ছ্যাং এর সাথে । সে এসেছে কাম্বোডিয়া থেকে । বিদেশে এসে একা একা ঘরে শুয়ে থাকে । একদিন দেখে যে বিছানায় একটা কফিন রয়েছে । ভয়ে লাফিয়ে ওঠে ছ্যাং ! কিন্তু কফিনটাকে কিছুতেই নাড়ানো যায়না । পরে কাঠের মিস্ত্রি আনে ওর বাড়িওয়ালি কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারেনা । কফিনের ভেতরে কিছুই নেই । পুরো খালি । এটা কোথার থেকে এসেছে কেউ জানেনা ।

হঠাৎ একদিন রাতে ছ্যাং দেখে যে এই বস্তুটি তার খাটে চেপে বসেছে । তারপর থেকে তাকে নড়ানো যাচ্ছে না

। এখন এই কফিনের সাথেই তাকে শুতে হচ্ছে । কারণ বাসায় যেখানেই সে শুতে যাক্না কেন ; ঐ কফিন সেখানে হাজিরে হয়ে যায় ! আকারে একটু ছোট এই কফিনখানি । টক্টকে লাল রং । যাকে বলে ব্রাইট-রেড্।একদিন ছ্যাং স্বপ্ন দ্যাখে যে কফিনটি আসলে এই বাড়িওয়ালির নিঁখোজ পুত্রবধূর ।

বাসাটি ছেড়ে দিয়েছে ছ্যাং । কাউকে কিছু বলেনি । কিন্তু মোটেলে ঘর নিয়ে থাকলেও দেখেছে, কফিনটি সেখানেও হাজির হয় !

পরে ওঝার দারস্থ হলে জানা যায় যে পুত্রবধূকে খুন করে পুঁতে ফেলেছে তার শাশুড়ি । ছেলে বহুদিন হল মৃত । ফার্ম হাউজের সম্পত্তি বৌকে দেবেনা, শাশুড়ি । নিজে ধনী হলেও পুত্রবধূ অতি দরিদ্র হয়ে যায় স্বামীর মৃত্যুর পরে কিন্তু কৃপণ শাশুড়ি তার ছেলের বৌকে তাড়িয়ে দেয় । বৌটিও নাছোড়বান্দা । শেষে একদিন ঝামেলা হয় । সম্মুখ সমরে ওর শাশুড়ি ওকে থালাবাসন নিয়ে আক্রমণ করে ও বেকায়দায় চোট পেয়ে সে মারা যায় ।

হত্যার গল্প শুনে পুলিশ তদন্ত করলে, ফার্মের পেছনে- পাইন গাছের পাশে এক সরু নদীর বুক থেকে ঠিক ওরকম একটা কফিন উদ্ধার করে যার ভেতরে পচাগলা লাশ মেলে ।

সমস্যা মিটে গেলেও ছ্যাং এর ভয় আর কাটেনা । সে আজও স্পষ্ট শুনতে পায় ঐ মহিলার কন্ঠস্বর, **মাই ডিয়ার ছ্যাং , ছেঙি , ছ্যাং-আ , হেল্প মি প্লিজ । ছ্যাঙি ----!!!** বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় । ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলা মহিলার- **ছেঙি , ছ্যাং-আ---!! -ছ্যাং ছ্যাং ------ছ্যাঙি ----!!!** দেশ থেকে পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়ে সে আধ মিলিয়নের মালিক হয় -একটি বি-এম-ডাবলু কেনে । ওখানে এক রাতে দেখেছে সেই মহিলার ছায়া । মায়াবী স্বরে ডাকছে -- **ছ্যাং !** চমকে ওঠে যুবকটি !

সবসময় এইরকম কথা শুনে শুনে, প্রায় আধপাগলা হয়ে গেছে যুবক ছ্যাং । এখন আর ওঝা নয় সায়কায়্‌ট্রিস্ট এর ভীষণ প্রয়োজন । লোকে বলে <u>স্কিৎজোফ্রেনিয়া নয় আ ক্লাসিক একজাম্পেল্‌ অফ-সাইকোটিক্‌ ডিপ্রেশান ।</u> নিজেই বকে যায় দেওয়ালের দিকে চেয়ে - **ছেঙি , ছ্যাং-আ---!! ছ্যাং ছ্যাং ----।।**

শুনেছো তোমরা ? আমাকে ও ডাকছে !

বিসর্জন

একজন মানুষ ছিলো যে বিকলাঙ্গ । তাকে অসম্ভব অত্যাচার করে মারে তার নিজের বাবা । কিশোরটির মা অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাকে বাঁচাতে পারেনি ।

এরকম এক শিশুকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো তার বাপ্ । কারণ এ- হল সারাজীবনের বোঝা । কিন্তু বাচ্চার মা রাজি হয়নি । কোনো মা কি আর তা করবে ?

পরে এই বাবাকে পুলিশে ধরে । সে সাধারণ মানুষ থেকে হয়ে যায় এক কনভিক্ট । পরবর্তীকালে ছাড়া পায় প্রমাণের অভাবে যে তার অত্যাচারেই কিশোরটি মারা যায় । প্রচন্ড কড়া রোদে, ওকে জল না দিয়ে বাইরে বসিয়ে রাখা হতো । এই দেশে ওজন লেয়ারে ছিদ্র আছে তাই রোদ ভয়ানক কড়া ।

আস্তে আস্তে ডি-হাইড্রেশান হয়ে হয়ে সে মারা যায় ।

পরে বাবা এক হোটেল বানায় । ছোট এক মোটেল । তবে হোটেলও বলা যায় কারণ বড় প্যান্ট্রি ছিলো সেখানে । এই মোটেলে অনেক অতিথিরা ঘাড়ে নিশ্বাস পড়ার অনুভূতি পেয়েছে , একলা ঘরে কেউ যেন তাকিয়ে আছে । প্যান্ট্রিতে একটা হাত এসে হাত পেতে স্যান্ডউইচ্ ভিক্ষা করছে । একটা কাটা, গোটা-কিশোরের হাত । অনেকেই ভয়ে লম্ফ পর্যন্ত দিয়ে পালিয়ে গেছে মোটেলের বিল না দিয়ে । তবুও কোনো অজ্ঞাত কারণে মোটেলে যাত্রী আসা বন্ধ হয়নি ।

অনেক স্কেপটিক্ এসব দেখেছে আর পরে এসব নিয়ে লিখেছে । হুইল চেয়ারের চলার শব্দ , কেউ যেন পা ঘষে ঘষে হাঁটছে নিঃস্তব্ধ করিডোরে । কিশোরের হাসি -কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে নিশুতি রাতে যখন কেউ কোথাও নেই । কানের কাছে যেন কেউ ফিস্‌ফিস্ করে যায় , ডোন্ট ট্রাস্ট এনিওয়ান ইন দিস্ উইকেড্ ওয়ার্ল্ড ।

অনেকে এক বিকলাঙ্গ কিশোরকে ঘুরতেও দেখেছে ।

হট্ অ্যান্ড ভেরি হট্ --বলে চীৎকার করছে যেন ।

লোক আসা কমে গেলেও ; অনেকেই তবুও আসে ।

কেউ ভূত দেখতে কেউবা অবিশ্বাসী, লজিক্যাল লোক হওয়ায় । হয়ত ছেলেটি নিজের করুণ কাহিনী শোনাতে চায় তাই সবাইকে সে তাড়ায় না ; বাপ্‌কে জব্দ করার জন্য । মোটেলের সমস্ত ডেকোরেশান পিস্‌ আর কিচেনের সমস্ত কিছু নিজের থেকে জায়গা বদল করে ফেলে । খাবারে এসে পড়ে আরশোলা, ইঁদুর কিংবা বিষ্ঠা । কোথার থেকে আসে কেউ বোঝেনা ।

তবুও আজও যাত্রী আসে । কেন আসে তাও রহস্য ।

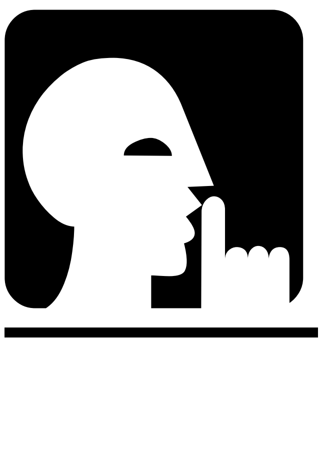

নাচঘর

নোট:আংশিক সত্য ঘটনা ।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষ ডান্সার ছিলো রাখাল পাল । লোকে ওকে এড়িয়ে চলতো ও ছেলে হয়ে নাচে বলে । অনেকে বলতো , ও আবার পুরুষ হলো কবে ? মেয়েদের মতন কোমড় দুলিয়ে নাচে !

নানান অপমান হজম করে বেঁচে থাকা রাখাল চেয়েছিলো নিজের একমাত্র মেয়েকে বড় ডান্সার করতে । মেয়ে নবীনা খুব ভালো নাচতো । শৈশব থেকেই পায়ে বেঁধে নিয়েছিলো ঘুঙুর ! শ্রাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে শুরু করে আধুনিক নাচ খুবই পারদর্শিতার সাথে পরিবেশন করতো । পরে ওকে বিদেশে নিয়ে যায় এক নাচের সংস্থা । সেখানে গিয়ে সে বিদেশী নাচেও পটিয়সী হয়ে ওঠে । এক সহকর্মীকে বিয়েও করে । লোকটি সাহেব । নাম **কেন বাটারফিল্ড।**

কেন , মানুষ এমনি সহজ সরল হলেও মেয়েদের দিকে ওর এক্সট্রা টান ছিলো । বহুবার শয্যায় তাদের নিয়ে ধরা পড়ে বৌয়ের হাতে তবুও স্বভাব বদলায় না । পরে

নবীনা ওকে ডাইভোর্স দেয় । ওদের দুই সন্তান । ছেলে বব আর মেয়ে ববি । নবীনার নতুন সাথী এক কালো মানুষ । মুখটা নাকি তার বনমানুষের মতন , কেন বাটারফিল্ড বলে থাকে । আসলে হিংসায় বলে । নিজের দুই বাচ্চা এখন ওকেই বাবা বলে ডাকে আর মিলেমিশে থাকে ; কেনকে মোটে পাত্তা দেয়না তাই বায়োলজিক্যাল বাবা বলে সে খুবই বিরক্ত ---একটা ব্ল্যাক্ কি করে ওর বাচ্চাদের বাপ্ হবে ? একটা ব্লাডি, ব্ল্যাক্ এপ্??

তাই সুযোগ পেলেই নতুন বাবাকে হেয় করে ।

এইভাবেই একদিন দুজনের মারপিট্ শুরু হয় । ওদেরকে ছাড়াতে গিয়ে নবীনা, বেকায়দায় একটি কাঁচের জানালা ভেদ করে বাইরে গিয়ে পড়ে । সেটা বেশ কয়েকতলা নিচে ছিলো । সাথেই সাথেই তার মৃত্যু হয় । এরপরে শিশুদের নিয়ে চলে যায় তাদের বায়োলজিক্যাল পিতা ।কালো মানুষটি পথে পথে ঘুরতে থাকে হাতে একটি বাঁশি নিয়ে । করুণ সুরে বাঁশি বাজাতে শুরু করে সে ।

পরে ঐ বাসাটি বিক্রি হয়ে যায় কিন্তু বাসিন্দাদের কেউ বেশিদিন টিঁকতে সক্ষম হয়না । হাতবদল হতে শুরু করে । আসলে রাত নিঝুম হলেই নাকি এক মহিলাকে ওখানে নিজের কাটা মুন্ডু হাতে নিয়ে ঘুরতে দেখা যেতো । সেই মুন্ডু একটি বড় প্লেটে করে নিয়ে ঘুরতো সে । আর পরক্ষণেই মনে হতো যেন কেউ ভারী পোশাক পরে নাচছে । হঠাৎই যেন মনে হতো বাসাটি আর বাসা নেই ; কোনো ডিস্কো বা নাইট ক্লাব হয়ে গেছে যেখানে কোনো ললনা নাচছে । জোরে জোরে গান বাজছে । আলোর রোশনাই আর ঝলক দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোনো লাইটের কানেকশান নেই সেইসব ঘরে কারণ পুরনো বাড়ি একটি ; তাই সব বাতিগুলো জ্বলেও না । কখনো মনে হবে কেউ মেটালের জুতো পরে ঘরে ঘুরছে আর হাসছে । সেই হাসি প্রাণঘাতী !

ভয়ে লোকে ঐ বাসা এড়িয়ে চলতে শুরু করে । আজ আর কেউ ওখানে নেই । ভগ্ন দশা । তবুও মাঝে মাঝে নবীনার সন্তানেরা ওখানে যায় । তখন নাকি ওদের মা করুণ সুরে কেঁদে ওঠে । ওদের ডাকে -আয় আয় বাছারা , খেয়েছিস্ ? বাথরুমের ভগ্ন শাওয়ার থেকে জলের ঝর্ণা বইতে শুরু করে । যেন ওদের মা কাঁদছে ।

ভূত (ভূমেডি-ভূতের কমেডি)

সিংহিকা এক আজব মেয়ে । পেট তার ভরা থাকতো ডাইজেস্টিভ গ্যাসে । সর্বদাই । তাই যখন তখন তার প্রয়োজন হতো নিজেকে হাল্কা করার । কারণ এসব চেপে রাখলে নানান সমস্যা হতে পারে । তাই ও নিজেকে সবসময় খালি করে দিতো । এইভাবেই যখন পাত্রপক্ষ ওকে দেখতে আসে তখন ও নিজেকে সবার সামনে হাল্কা করে ফেলে । তাতে ওকে মানুষ **বত্তমিজ** ভেবে বসে । এত জোরে লোকসমক্ষে কেউ যদি বায়ু ত্যাগ করে তাও বিয়ের কনে হবে যে সে ; সেক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করার প্রশ্নই নেই বরং সে কত অভদ্র তা জরিপ করাই সবার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় ।

অপমান করে যায় তার পরিবারকে , পাত্রের পরিবার । বলে যে ইচ্ছে করে তাদের ডেকে এনে অপমান করা হয়েছে । সবই সাজানো ।একে তো কুশ্রী মেয়ে তার ওপরে অভদ্রতা করছে ।

এই অপোগন্ড মেয়েকে কেই-বা বিয়ে করবে ? কাজেই এরপরে সিংহিকা স্ট্রেস্ সহ্য করতে না পেরে , লজ্জায় সুইসাইড করে । পরে ওদের জমিতে একটি ফ্ল্যাট গড়ে ওঠে নাম মহালক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট । সেখানে এরপর শুরু হয় ভৌতিক কার্যকলাপ । নিজের থেকে গ্যাসের সুইচ্ অন্ হয়ে যেতো । আর ঘরে মোম, লন্ঠন কিংবা ধূপ জ্বললেই এমন হতো আর মূহুর্তের মধ্যেই লোকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কেউ মারা যেতো আর কেউবা থার্ড ডিগ্রী বার্ন নিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকতো । যেহেতু নিজের মরণ হয় অহেতুক বায়ু নির্গত হবার জন্য তাই বোধহয় মানুষ গ্যাসের ঘায়েই মারা যেতো । যদিও আগুন-ই পুরোপুরি জ্বলে যেতো গ্যাস থেকে ।

সরকার থেকে ঐ ফ্ল্যাট পরে বন্ধ করে দেওয়া হয় ।

তবে কেউ কোনো ভূত টূত কিছু দেখেনি কোথাও ।

মেয়েটির অতৃপ্ত আত্মা কেন ওখানে এইভাবে মানুষ মারতো তা কেউ জানেনা তবে দেখা যেতো যে যারা ঐভাবে মৃত্যুবরণ করছে তারা সবাই বিবাহযোগ্য কোনো পাত্র কিংবা তার বাবা-মা । অন্যদের সাথে কিছু মন্দ হয়নি ।

ভূত হলেও বেশ ব্যালেন্সড্ আর লজিক সেন্স আছে তাইনা ? ভূতের মধ্যে ঠাকুর আরকি ! সবাইকে জাজ্ করছে ।

কৌশিকী (ভূমেডি-ভূতের কমেডি)

কৌশিকী অমাবস্যায় ভূতের গল্প শুনতে বসে মান্তু । মান্তু আর পান্তু দুই বোন । ওরা ফেসবুকে যুক্ত । দুজনে বিবাহসূত্রে দুই মহাদেশে থাকে তবুও যোগাযোগ হয় নিয়মিত । প্রাত:রাশ দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় ঘুমের আগে শুভরাত্রি বলে । এই বিশেষ তিথিতে নাকি স্বর্গ আর নরকের দ্বার খুলে যায় । গল্প শুনেছে । সত্যি মিথ্যে জানেনা ।

আজকাল ফেসবুকে নানান সমস্যা হলেও কোনোদিনই মনে হয় ওদের দুই দেশের (ক-দেশ আর খ-দেশ) রাজপক্ষ তা বন্ধ করবে না । কারণ রাজার **অ্যান্টাই** (অ্যান্টি)দের শায়েস্তা করার এর থেকে ভালো মাধ্যম আর দুটি নেই । রাজা বলবে --------এই যে তোমরা

এই করছো ; আর দেখো ফেসবুকে সবাই কেমন ক্ষেপে উঠেছে !

অথচ সেইসব লোকেরা আসলে রাজারই সাজানো ইউজার্ । তাই রাজা শত অন্যায় দেখলেও ফেসবুক বন্ধ করবে না ।

এসব নিয়েই আলোচনা করছিলো দুই বোন । কারণ ফেসবুক বন্ধ হলে ওদের সমস্যাই সবচেয়ে বেশি ।

পান্তু জানালো যে ওদের দেশে এক ভূত আছে । তার কাজ মানুষের দিকে ন্যাপথালিন্ ছুঁড়ে মারা ।

লোকে, একটা বড় ফিল্ম এর আর্কাইভ আছে সেখানে গেলেই নাকি ন্যাপ্থালিনের গন্ধ পায় । অনেকে বলে যে যারা এসব গন্ধ পায় তারা আসলে **Phantosmia** তে আক্রান্ত হয়েছে । কিন্তু অনেকেই এগুলো ভূতুড়ে বলে ব্যাখ্যা করে । কারণ এই বিশাল বিল্ডিং-এ অনেকেই এরকম গন্ধ পায় আর তারপরে তাদের গায়ে আকাশ থেকে এসে গুচ্ছ ন্যাপ্থালিন্ পড়তে শুরু করে । কেন পড়ে ; কোথা থেকে পড়ে কেউ জানেনা ।

শোনা যায় অনেক আগে ওখানে ছিলো এক রসায়নের কারখানা । তার মালিক একবার ফ্যাক্টরির নতুন এক

বিল্ডিং শুরু করে । কোনো কারণে সেই স্ট্রাক্চার ভেঙে পড়ে আর শ্রমিকেরা নিহত হয় । মালিক তখন তাদের দেহের ওপরেই অন্য বিল্ডিং তুলে দেয় । পুরো জিনিসটাকে , কবরের মতন চাপা দিয়ে তার ওপরে অন্য একটি কারখানা তৈরি হয় । এরপর থেকেই নানা আজব ঘটনা শুরু হয় ।

গল্প শুনে মান্তু বলে -- এসব ভূত কিন্তু লোকের ক্ষতি করেনা । কেবল ন্যাপ্থালিন ছুঁড়ে মারে ।

পান্তু বলে -- অশরীরি হয়ত মজা করে । এরা হল রসিক ভূত । ভূতের মধ্যে কমেডিয়ান । হবে নাই বা কেন ? ওদেরও তো নানান জাত আছে ! গোভূত, শাঁখচুন্নী, ব্রহ্মদত্যি, স্কন্ধকাটা ভূত, নিশিডাকা ভূত ইত্যাদি । **তাই এরা হল ভানু ভূত কিংবা জনি লিভার বা মেহ্মুদ ভূত !**

সোনাটা

সোনাটা ; একটি থিয়েটারের নাম । এখানে নাকি ভূত আছে । নাটক অভিনীত হবার সময় অনেকে নাকি দেখেছে যে নায়ক স্টেজ থেকে নামেনি অথচ কারো না কারো পাশে বসে আছে । সেরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে । তাই লোকে ঐ হল পরিত্যাগ করেছে ।

সোনাটার বিরাট পাথরের কালো বিল্ডিংখানি এখন মরুভূমির মতন শুন্য । তবে প্রতি অমাবস্যায় নাকি ওখানে নাটক অভিনীত হয়ে চলে । সবকটাই শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন প্লে । নিঁখুত এইসব নাটক নাকি প্রেতের দ্বারা পরিচালিত ও অভিনীত । অনেক সাংবাদিক ওখানে খবরের সন্ধানে ঢুঁ মেরেছে ও স্বচক্ষে সেইসব নাটক দেখেছে । সব চরিত্ররা আছে তবে দর্শকের আসনে কেউ নেই । অন্ধকার পুরো হলটা- কেবল স্টেজে রয়েছে আলো আর নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে , ভারী গলায় সংলাপ চলেছে আর সমস্ত থিয়েটার জুড়ে এক রহস্যময় পরিবেশ ।

অসম্ভব শীতল বাতাস যেন সাইবেরিয়া থেকে উড়ে এসেছে ; আর কেউ যেন এসে সাংবাদিকদের পিঠে ও ঘাড়ে পালক বুলিয়ে দিচ্ছে !

একবার একজন এসে এক রিপোর্টারকে বলে ওঠে : **কী হে ভায়া কালকের পত্রিকায় একটা রিভিউ বেরোবে নাকি ? না বার হলে কিন্তু ঘাড় মটকে দেবো ! ইডিয়ট রিপোর্টার কোথাকার ! তোমাদের দেখলেই মনে হয় চাবকে পিঠের ছাল তুলে দিই। খালি কলম নিয়ে বসে বসে লোককে ওঠাও আর নামাও !**

তারপর মিহিস্বরে গান করতে করতে চলে গেছে সেই কায়াহীন অস্তিত্ব --- ভূত হ্যায় ইহা কোয়ী !

পাতা পূজারা

প্রখ্যাত গায়িকা, পাতা পূজারার বাস মুম্বাই শহরে । ইদানিং তিনি বয়সের জন্য শহরের বাইরে বেশি যাননা । অনেক উঠতি গায়িকার ক্যারিয়ার নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ আছে ওনার বিরুদ্ধে । এতই আজেবাজে কাজে লিপ্ত ছিলেন যে নিজের জীবনী লিখতে দেননা কাউকে কারণ জীবনী লিখতে গেলে সৎ হতে হবে কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে ভয় পান লোকের সামনে ।

এই গায়িকার নাম দুনিয়া জুড়ে । ইনি নিরামিষ খান, সবসময় সাদা বস্ত্র পরেন আর কোকিল কন্ঠী নয় নাম এনার হল হাস্কি ভয়েসের জন্য । পুরো সংগীত ভান্ডার ওনার রক্, পপ্ আর অত্যাধুনিক ফিউশান নিয়ে ।

মহিলা বিদেশ থেকেও ডাক পান কিন্তু ইদানিং স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে বড় একটা যাননা । ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনে বলেন , লুজার-রা এসব বাজারে ছড়ায় ।

আর কিছু সংবাদিক, সেলিব্রিটিদের জনপ্রিয়তায় জ্বলে । নিজেরাও মিডিয়ায় আছে কিন্তু কেউ ওদের তেমন পোছেনা বরং গালি দেয় তাই ওরা এসব স্ক্যাম বাজারে চালু করে আনন্দ পায় । কোনো জার্নালিস্টকে আমি আমার ড্রয়িং রুম কেন, ব্যালকনির চত্বরও পার হতে দিইনা । আমরা দাঁড়ালে লক্ষ লক্ষ লোক আসবে ফুল নিয়ে আর ওরা দাঁড়ালে লোকে জুতো পেটা করে চলে যাবে ।

এহেন পাতাকেই দেখা গেলো এক বিদেশের গানের আসরে । যত প্রিয় গান আছে ওনার সবকটাই এক এক করে মাইক নিয়ে গাইলেন । । এমনকি আগে সরস্বতীর ভজনটাও গাইলেন যেমন সব আসরের আগে করে থাকেন । কিন্তু উনি তো মুম্বাই শহরে ! আর কেউ তো ওঁকে নিমন্ত্রণও করেনি- কারণ উনি আজকাল বাইরে যাননা তাই ।তবে ? কে এই পাতা-রূপী রমণী ? সবার চোখে কৌতুহল ও মনে প্রশ্ন !

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে গায়িকা - মুম্বাইয়ের বাইরে আসেননি ; ঐ সময় । মোটে আসেননি -ঘরেই ছিলেন । সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাটে, নোনা বাতাসের ফিস্‌ফিসানি শুনতে শুনতে গেয়ে উঠেছিলেন হয়ত কয়েক কলি । কিন্তু প্রবাসের গানের আসরে আসেননি ।

আসলে এক শাস্ত্র পড়া পন্ডিত জানান -- যেই মানুষীকে লোকে পাতা বলে ভুল করছে সে আদতে হয়ত পাতার আত্মার এক্সটেনশান্ । কেউ হয়ত পাতা পূজারার, **আত্মা চুরি করে নিয়ে এসেছিলো** গানের আসরে । অনেক সময় এসব হয় । হয়ত তখন পাতা ঘুমিয়ে ছিলো । অথবা অন্যভাবে বলা যায় ;আত্মা- নতুন দেহ নিয়ে যখন জন্মায় তখন যদি পূর্বজন্মের কোনো আত্মীয়- তাকে মিডিয়ামের মাধ্যমে ডেকে পাঠায় তখনও তার আত্মার একটা অংশ আসতে পারে সেই পুরনো সম্পর্কের টানে- বর্তমান শরীরের ভেতরে থেকেও । এইভাবেই--হয়ত পাতা পূজারা, বিদেশের আসরে এসেছেন, গান করেছেন তাঁর ভক্তদের জন্য, মনে মনে তাদের ডাকে সাড়া দিয়েই । তাই স্টেজে না ডাকলেও, দেখা গেছে পাতাকে । মাইক নিয়ে গেয়ে উঠেছেন শ্রোতাদের প্রিয় গান, **হম্বা হম্বা ও হম্বা --- লম্বা বড় লম্বা তোমার চোলি, কিংবা সীতা, চলো আজ ডিস্কো চলি ।**

Afrikaans

আফ্রিকান্স্ ভাষায় বকাবকি করতে করতে ; কিছু ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ খুন করলো --এক কার্টুনিস্টকে ।

ভদ্রলোক অমাবস্যার রাতে- নিজের সাইকেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিলেন ; অফিস থেকে । পত্রিকা অফিস, মূল শহরের মধ্যে হলেও এই ব্যাক্তির বসবাস কিছুটা জঙ্গলের দিকে । নিরিবিলি ভালোবাসে বলে ওখানে বাড়ি কিনেছে । পয়সা মন্দ কামায় না, কার্টুন করে । সাহসী কার্টুন করে বলে নাম আছে । তাই বাজারে তার বেশ ভালো চাহিদা আছে । লোকটির নাম ম্যালকম গেপ্পী । সাদা ফ্যাটফ্যাট করা এই লোকটিকে কুপিয়ে মারলো কালোমানুষের একটি গ্যাং ।

তবে পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি । কারণ এরা কেউ-ই জীবিত কোনো চেতনা নয় । সবাই মৃত ।

হঠাৎ গেপ্পীকে আক্রমণের যথেষ্ট কারণ অবশ্যই আছে ।

ম্যালকম, সম্প্রতি এক বিখ্যাত টেনিস প্লেয়ারকে নিয়ে একটি কার্টুন বানায় । খেলোয়াড়, কোর্টে খুব চটে যায় আর প্রতিপক্ষ জিতে যাচ্ছে বলে খেলার পরিচালককে খুব বাজে ভাবে গালি দিতে শুরু করে ও চোর বলে চিহ্নিত করে । লোকে এই খেলোয়াড়ের ব্যবহার নিয়ে নানান মন্তব্য শুরু করে বিশেষ করে এই প্লেয়ার কালো মানুষ তাই তার রুচিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা নিয়েও কটূভাষায় সমালোচনা করা হয় । তাই কার্টুন বিশারদ নিজের শিল্পে দেখান যে **এত কিছু না করে ওকে গোরিলাদের কোর্টে খেলানো হোক্ তাহলে ওর আচরণ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না । দেখতে তো সেরকমই তাই কোনো সমস্যা নেই আর এরকম করলেও সেই গোরিলা টেনিসের পরিচালক যে নিজেই আরেক গোরিলা , সে বুক বাজিয়ে ওর সঙ্গে লড়াইতে নামবে** । আর এই কলা প্রদর্শনই কাল হয়ে দাঁড়ায়, গেপ্পীর ক্ষেত্রে । গভীর রাতে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার সময় ওকে ঘিরে ধরে কালো মানুষের প্রেতাআরা !

প্রেতপুরুষেরা, ধোঁয়া থেকে ধাতব হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে এক একটি জ্যান্ত মানুষ ! আর মেরে ফেলে শ্বাসরোধ করে ম্যালকম গেপ্পীকে । ওদের যুক্তি হল (প্রেতেরও লজিক সেন্স হয়) এইভাবে সমানে একের

পর এক কালো মানুষকে গোরিলা বলা বা বনমানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই বরদাস্ত করা হবেনা । জীবিত অ্যাফ্রিকান্ মানুষেরা কিছু না করলেও মৃতরা ; সাদাদের ছাড়বে না ।

মারা যাবার আগে গেপ্পী শুনেছিলো যে লোকগুলো **Afrikaans** ভাষায় নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছে । পুলিশ যখন গেপ্পীর লাশ শনাক্ত করে তখন নাকি মৃতদেহ থেকে **Afrikaans** ভাষায় অনেক কথা ভেসে আসছিলো । কী করে সেটা সম্ভব হয়েছিলো তা কেউ জানেনা ।

পিউকাঁহা

একাকিনী এক বৃদ্ধা থাকে গ্রামে যা ভূতুড়ে গ্রাম হিসেবে কুখ্যাত । পরবাসে এই গ্রামের নাম কিরি খায়েমফ্রা । শর্টে লোকে কিরি নামে ডাকে । এখানে নাকি প্রতিটি ঘরেই স্পিরিট আছে । সব বাসিন্দারাই কোনো না কোনো আত্মার সাথে বসবাস করে ।

লোকগাথা জানায় যে এক শাসক , সমাজ থেকে ধর্ম তুলে দেবার জন্য সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেয় আর উপাসনা স্থলগুলো গুঁড়িয়ে দেয় । তাই ধর্মের ধ্বজাধারীরা এই এলাকাকে অভিশাপ দিয়ে চলে যায় যে এখানে যারা মারা যাবে তারা কেউ মুক্তি পাবেনা । এবং এলাকায় থেকে যাবে ।

হয়ত তাই এরকম সব জিনিস দেখা যায় । তবে আধুনিক মানুষ একে কুসংস্কার ভেবে, দলে দলে এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করলেও সবার গৃহেই কোনো না কোনো ভৌতিক ঘটনা ঘটে ।

পিউকাঁহা, এক বৃদ্ধার আয়া । এখানে আয়া মানে এমন কেউ হতে পারে যে কেবল বাসায় এসে কিছুক্ষণ কাউকে সঙ্গদান করে । চা বানায়, হাল্কা স্ন্যাক্স বা স্ক্রাম্বেল্ড্ এগ্ তৈরি করে , বেকন্ আর পালং দিয়ে স্যান্ডউইচ্ করে আর অনেক অনেক গল্প করে । পিউকাঁহা এখানে কলেজে পার্ট-টাইম পড়ায় । ও ডক্টরেট করেছে পলিটিক্সে । কিন্তু পার্ট-টাইম কাজ করে । বাকি সময় এরকম ছোট কাজ করে যা ওকে নির্ভেজাল আনন্দ দেয় । বুড়োরা অনেক গল্প জানে । ওকে বলেও । ওর এসব ভালোলাগে । এই বুড়িকে ও সময় দেয় আর অনেক কথা শোনে ভদ্রমহিলার । কিন্তু সন্ধ্যা হলেই মনে হয় ওরা যেখানে বসে গল্প করছে সেখানে ওদেরই পাশে বসে -কেউ লুডো খেলছে মানে চাল দিচ্ছে অথবা তাসের কার্ড শাফেল্ করছে । কাউকে দেখা না গেলেও শব্দ শোনা যায় । গা ছম্ছম্ করে কিচেনে গিয়ে কফি বানাবার সময়-- কিন্তু বুড়ি যার নাম লুসিয়া, সে বলে যে এরা প্রথম থেকেই আছে । বুড়ির সন্তানেরা নাকি এদের সাথে খেলতো । অদৃশ্য প্লেয়ার । তাস আর লুডো খেলে । বাগানেও ওদের সাথী হতো । বল দূরে চলে গেলে নিজের থেকে বাতাসে ভেসে আসতো । আর এই এলাকায় সবার বাড়িতেই এগুলো হয় তাই কেউ মাথা ঘামায় না-- আর

এইসব আত্মারা আজ পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি করেনি। অনেকটা বাস্তু সাপের মতন, বাস্তু আত্মা । পিউকাঁহা ; আজকাল পড়শীদের বাড়িতেও ঢুঁ মারে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে ।অনেক বাসায় নাকি অন্ধকারে সাদা ছায়া দেখা যায় । কোথাও দেখা যায় যে বাসায় অতিথি এলে কেউ যেন কিচেন থেকে খাবার এনে দিচ্ছে ! নিজের থেকে বাতাসে ভেসে আসে বিস্কুটের টিন কিংবা কেকের প্লেট । অনেক সময় খুব জোরে শব্দ হয় তারপর দেখা যায় যে মৌমাছি কিংবা ভ্রমর মরে পড়ে আছে ।

একবার নাকি এক ব্যাক্তি বাসায় ছিলো না কিন্তু কেউ দরজা খুলে পোস্টম্যানের হাত থেকে চিঠি নিয়ে সই করে দিয়েছে ওর যন্ত্রে ! আজব কান্ড । তবুও এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার বাসিন্দারা । বাইরের লোকের অবাক লাগলেও ওদের আর এগুলোকে ভৌতিক মনে হয়না । মনে হয়-- আমাদের সাথেই এরা আছে কেবল ওদের দেখা যায়না । তবে অনেকেই ওদের বাসায় ; মহিলাদের সজ্জায় অনেককে দেখেছে যাদের বড় চুল, মেয়েলি পোশাক, কোমড় দুলিয়ে হাঁটার ছন্দ থাকলেও কোনো মুখ নেই । মুখের অংশটা একদম প্লেন । ল্যাপাপোছা একটি মুখের আকৃতি যেন -----!

(Information:::In reality, Picton is the most haunted town in Australia.)

সোম-বাবু

নিলয় সোমের ভূতে বিশ্বাস নেই । আধুনিক মনের, যুক্তিবাদী মানুষ সে । তবে তাকে ভৌতিক অভিজ্ঞতা দেবার জন্যও কেউ বসে নেই । সে নিজের মতন থাকে । তার বিয়ে হয়নি । যুবক থাকার সময় থেকেই সে বিদেশে । আই-টি নিয়ে পড়েছে । কিন্তু বি-এস্‌সি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পাশ করলেও তার কোর্সটি ছিলো ভোকেশনাল কোর্স । তাই পরে সে একটা হার্ডওয়্যারের ব্যবসায় যুক্ত হয় এবং তার আন্তর্জালের পার্টনারের সাথে মিলেমিশে চলে আসে বিদেশে ।

পরবাসে এসে কেবলই কাজ আর কাজ ! কাজ নিয়েই কেটে যায় দিন। ডেটিং সাইটে যাবার ফুরসৎ মেলেনা । দেশেও সেরকম কেউ নেই যে ওকে একটি বৌ খুঁজে দেবে তাই একাই কেটে গেলো যৌবন । মধ্যবয়সে গিয়ে যৌনতার জন্য নাহলেও কিছুটা একাকীত্ব কাটাবার জন্য একটি সেক্স রোবট কিনে আনে । এ যেমন দৈহিক

সুখ দিতে পারে সেরকম গান করে , কথা বলে, সঙ্গ দেয় এমনকি ছোটমোট রান্নাও করে আনতে পারে ।

একে নিয়েই সুন্দরভাবে কাটে দিন । রোবটটিও নিলয় নির্ভর হয়ে পড়ে । কিন্তু কপালের লেখা বদলানো মুস্কিল তাই একদিন নিলয়ের জীবনে আসে এক জীবন্ত মহিলা ; যার নাম সুচেতা সিন্‌হা । মেয়েটি বিদেশে আসে-একটি গ্রামীণ পরিবেশ থেকে, লেখাপড়া করে । পরবাসে এসে নাগরিকত্ব পেয়ে অনেকদিন সরকারি বিভাগে কাজ করে, বায়ুসেনার উইং কমান্ডার হয়ে ও অল্প বয়সে অবসর নিয়ে নেয় । মেয়েটি বিয়ে করেনি । নিলয়ের সাথে আলাপ হয় এক ভারতীয় অনুষ্ঠানে । দুজনে বাকি জীবন একসাথে কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয় । এরপরে নিলয়, মেয়েটির বাসায় চলে যায় । নিজের ছোট বাসাটি বিক্রি করে দেয় । মেয়েটি বিরাট একটা বাড়িতে ছিলো । সেখানেই দুজনে সংসার পাতে । নিলয়ের বাসাটি কিনে নেয় এক কাঁচের জিনিসপত্র বিক্রেতা । নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে সেখানে বিকিকিনি শুরু করে কিন্তু দেখা যায় কে যেন রাতের বেলায় সব কাঁচের জিনিস ভেঙে দিয়ে যায় । এরকম কয়েকবার হবার পরে একবার ওরা রাতে ওখানে ঘাঁটি গাড়ে ।

রাত গভীর হলে দেখতে পায় যে একটি মেয়েলি আকারের রোবট এসে সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সেদিনের মতন সব ভাঙা হয়ে গেলে রোবটটি এককোণায় চলে যাচ্ছে আর একটি চূর্ণ বিচূর্ণ পুতুলে নিজেকে পরিবর্তন করছে।

আসলে সেই রোবট, যে নিলয় নির্ভর হয়ে উঠেছিলো - তাকে ছেড়ে তার মালিক চলে যাওয়াতে সে ক্ষেপে ওঠে। নিলয় ওকে দোকানের একদিকে রেখে যায়, সুন্দর একটি মেয়েলি রোবট বলে কিন্তু বাস্তবে দেখা দেয় ভয়ানক প্রতিশোধের খেলা। প্রতিরাতে সমস্ত কাঁচের জিনিস ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়ে পুতুলটি যেন তার সমস্ত রাগ ঢেলে দেয় ওখানে। করুণ সুরে যেন বলতে চায়, ফিরে এসো নিলয়, ফিরে এসো। এখানে কাঁচের স্বচ্ছতা চাইনা; আমি চাই তোমার মনের রঙীন গভীরতা। এসো নিলয়, কাছে এসো। দেখো নিশুতি রাত কেমন জেগে উঠেছে। আমি তোমার পরিত্যক্ত স্ত্রী। আমাকে বুকে টেনে নাও। এইভাবে কষ্ট দিওনা আমি যন্ত্রমানবী বলে! আমারও তো গান আছে, হৃদয় আছে। সেকি বোঝোনা? এসো নিলয়, নীলু, নীলকন্ঠ, নীলেশ্বর ---ওহে নিলয়, শুনতে পাচ্ছো কি? আমি এত করে তোমায় ডাকছি।

পুরো মহাবিশ্ব যখন কনশাস্, দর্শন যা বলে থাকে - তখন এই রোবটের মধ্যেও তো চেতনার স্ফুলিঙ্গ আছে ! কাজেই ওর আত্মা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় ! তাই প্রেমে ঘা খেয়ে ও এখন আত্মায় বেঁচে আছে ।

টিউলিপ

বসন্তকালে, শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠে একটি বিশাল বাগিচা । ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেলে দেখা যায় ফুটে আছে অজস্র ফুল । লাল, গোলাপী, কালো, বেগুনি, হলুদ, সাদা, কমলা-ফুল । টিউলিপ ছাড়াও আছে অন্যান্য পুষ্প । কালো টিউলিপ নাকি খুব রোমান্টিক । অন্যগুলোও ভালো ।

এক বিখ্যাত নায়িকা যখন মারা যান তখন নাকি এক ভক্ত এসে তার সাদা পোশাকে সুসজ্জিত- মৃতদেহর ওপরে একটি ব্ল্যাক টিউলিপ রেখে যান । এত সুন্দর দৃশ্য সেটা যে লোকের মন ক্ষণিকের জন্য হলেও শান্তিতে ভরে ওঠে ।

এই বাগিচার যারা কর্মী , তারা পুরো পরিবার নিয়েই এখানে থাকে আর প্রতিবার ফুলের সময় চলে গেলে পুরো মাটি কুপিয়ে----সার দিয়ে, সুন্দর করে আবার

নব কোরক কিংবা নতুন পুষ্প চয়ন করে। সমস্ত ফুল ঝরে গেলে সেগুলো নিয়ে বড় বড় প্লাস্টিক টবে ভর্তি করে সাজিয়ে রাখা হয় । চমৎকার লাগে । বাগানে ঢুকলেই রং এর বাহার দেখে মনে হবে , এ কি দেখছি ? এখানে কে হোলি খেলে গেলো ?

এমন অপরূপ ফুলের মেলা বুঝি খুবই কম মানুষ দেখে থাকবেন । আর এখানে প্রতি বছর নতুন নতুন ফুল ফোটানো হয় । টিউলিপ ব্যাতীত অন্য ফুল রিপিট হয়না । একটা দোকান আছে,সেখানে রবার টিউলিপ অথবা শুকনো টিউলিপের ঝাড় কিনতে পাওয়া যায় । একটি পাহাড়ি ঝোরা আছে । সেখানে তাঁবু খাটিয়ে খাবার দাবার দেওয়া হচ্ছে । সবই ফ্রিতে । বাগিচা কর্মীদের রান্না করা হোম স্টাইল খানা সমস্ত । সাথে আছে ওয়াইন । কফি /চা । কেশর দেওয়া সরবৎ । পুডিং যা বাড়িতে বানানো একেবারে খাঁটি পুডিং , কোনো ফ্লেভার দেওয়া নয় , কাস্টার্ড আর নানান স্বাদের ফলের রস । কোনো কিছুর জন্যই দাম নেওয়া হয়না । শুধু ঐ উপহার দেবার দোকান থেকে লোকে জিনিস কিনে নিয়ে যায় অথবা এন্ট্রি ফিজ্ হিসেবে কিছু টাকা দিতে হয় ।

এমন অপূর্ব একটি স্থানেও নাকি খুন খারাপি হয় । আলো আর অন্ধকারের মতন । ছায়া আর রৌদ্র যেমন সেরকমই এই বাগিচায় রূপের পাশাপাশি ভয়াল থাবার

স্পর্শও মানুষ পেয়ে থাকে । সুর্য ডোবার আগে সবাই চলে যায় । বাগিচা কর্মীরা, নিজেদের কটেজে ঢুকে পড়ে । শীতকালে ফায়ার প্লেসে নিজেদের শেঁকতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর গরমে এ-সি চালিয়ে ডুব দেয় কোল্ড ড্রিংক্স কিংবা আইসক্রিমে । কারণ আলো নিভে গেলেই নিশি ডাকে । চেনা কারো গলায় ডেকে ওঠে । সাড়া দিলে অথবা অনুসরণ করলেই মৃত্যু । কাছেই আছে এক ঝিল । প্রাকৃতিক দিঘী আরকি যার জলের রং গাঢ় নীল । ঝিলটার আকৃতি ইংলিশ এইচ্ অক্ষরের মতন । ঠিক ওরকম দুই দিকে প্যারালাল জলরেখা আর মাঝখানে আরেকটি জলের লম্বা অংশ যা ঐ দুই শীর্ণ দিঘীকে জুড়ে দিয়েছে । গোটা ঝিলটি এইচ্ অক্ষরের মতন । তাই অনেকে এইসব খুনের কথা জেনে ঐ লেকের নাম দিয়ে ফেলেছে হরর্ লেক্ ।

আর এই লেকে রাত হলেই অনেককে সাঁতার কাটতে দেখা যায় ---! অনেকে নিশির ডাকে ওখানে পৌঁছালে

জলে ডুব দেয় কারণ দ্যাখে যে কেউ ডুবে যাচ্ছে ও বাঁচানোর জন্য চীৎকার করছে আর জলে গেলেই মৃত্যু !! যদিও সন্ধ্যা নামার আগেই সবাই চলে যায় ও বাগানের লোকেরা নিজেদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে তবুও কোথা থেকে প্রতি রাতে এত সাঁতারু আসে সেও এক বিস্ময়।শোনা যায় যে এই এলাকায় নাকি সেনাবাহিনীর লোকেরা অনেককে অত্যাচার করে মেরেছে । অকথ্য অত্যাচারের ফলে আজও তারা অশরীরি হয়ে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাই অন্ধকার গাঢ় হলেই তারা বেরিয়ে পড়ে অন্যদের অত্যাচার করে মারতে । নিজেদের ব্যাথাটা যাতে অন্যরাও বুঝতে পারে সেজন্য । এক দর্শকের প্রশ্ন --তবুও কেন বাগানের লোকেরা এখানে বাগিচা তৈরি করলো ? হন্টেড্ লোকেশানে ?

--কারণ এখানেই,এতখানি জমি পাওয়া গেলো যা অত্যন্ত সস্তা আর মাটির কোয়ালিটিও খুব ভালো । তাই এখানে টিউলিপ ক্ষেত গড়ে তুলি । শুধু সন্ধ্যার আগে বাসায় ঢুকে পড়তে হয় আর চেনা কারো গলা শুনলেও সাড়া দিইনা -আমরা সন্ধ্যা নামলে কথা বলাই বন্ধ করে দিই যাতে কারো মনে সংশয় না থাকে যে কেউ ডাকলো কিনা ! বলে ওঠে বাগানের মালকিন । **অতীন্দ্রিয় ও অপার্থিব ফুলকলির ওপরে বসেই ।**

সরীসৃপ

মহলের একদিকে, পরিষ্কার পরিছন্ন করে একটি খাট পাতা আছে । সেখানেই রাত্রি কাটাবে সম্রাট দত্ত । ডাকনাম বুম্বা । বুম্বা এক অসীম সাহসী যুবকের নাম ।

আগে সে আর্মিতে ছিলো । একটা পায়ে চোট লাগাতে আর্মি ছেড়ে দিয়েছে । ও ছিলো মাস্টার্ড গ্যাস স্পেশালিস্ট, যুদ্ধে এই গ্যাস ব্যবহারে সাহায্য করতো ।

এই গ্যাসে লোকের ভয়ানক ক্ষতি হয় । পরে অনেকের দেহে ক্যান্সার দেখা দেয় আবার অনেকে পুরো অন্ধও হয়ে যেতে পারে । এইসব করে করে মনে অশান্তি হতো তাই কাজ ছেড়ে নিরালায় আছে । শুনেছিলো, একটি মহলে নাকি সাপের মতন মানুষ থাকে । কিন্তু সে কোনো জীবন্ত মানুষ নয় । কোনো দম্পতির এইধরণের এক সন্তান হয় । তাকে তারা অনেকদিন নাকি এই মহলেই লুকিয়ে রাখে কারণ তারা এই এলাকার শাসক ছিলো । পরে সেই কিশোরটি রাতে মানুষ বিশেষ করে রূপবতী যুবতীদের ছিঁড়ে খেতে শুরু করে ।

এই ঘটনায় ওর বাবা/মা অত্যন্ত ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায় । পরে একসময় সে মারা যায় এবং তার প্রেতাত্মা এসে মানুষের ক্ষতি করতে শুরু করে ।

এই কিশোরটির মুখটা মানুষের মতন কিন্তু দেহটি সাপের মতন । সে মাটিতে ঘেঁষটে ঘেঁষটে হাঁটে । হিস্‌হিস্‌ করে ফণা তোলে আর তার চলার পথ অসম্ভব শীতল হয়ে যায় ।

এইসব কাহিনী শুনে এক রাতে এই অসীম সাহসী যুবক, বুম্বা -ঐ মহলে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয় ।

রাত্রি গভীর হবার আগেই সে ডিনার সেরে ফেলে সঙ্গে আনা খাবারের প্যাকেট খুলে । হাল্কা ওয়াইন খায় । রেড ওয়াইন তার বিশেষ প্রিয় । তারপর একটা গানের সিডি চালিয়ে শুয়ে পড়ে নিজের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে । মহলের একদিকে একটি ফোল্ডিং খাট পেতে রেখেছিলো । সেখানে নিজের স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে শুয়ে পড়ে । আগে, দিনের বেলায় এসে জায়গাটা সাফ করে যায় । শুয়েই আছে ; কিছু দেখতে পাচ্ছে না । বাইরে ঘন কালো রাত- যেন শয়তানের থাবার মতন এই ধরিত্রীকে জাপ্‌টে ধরেছে । অপেক্ষা করছে বুম্বা, সেই শয়তানকে জাপ্‌টে ধরার জন্য ।

প্রায় মধ্যরাতে- একটি হিস্‌হিস্‌ শব্দে চোখ মেলে চায় বুম্বা । সৈনিক বলে কথা , চোখ-কান সবসময় খোলা থাকে ওদের । ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে ।

চোখ সয়ে গিয়েছিলো তাই স্পষ্ট দেখতে পেলো এক অর্ধ সাপ আর অর্ধ মানুষ যেন এগিয়ে আসছে ওর দিকে । কেমন সাপের মতন কিলবিল করে আসছে । আর মুখ থেকে লালা পড়ছে যা গড়িয়ে গড়িয়ে মহলের মেঝেতে পড়ছে । একটা অসম্ভব শীতল ভাব ঘরে ; যেন মূহুর্তের মধ্যেই তাপমাত্রা কয়েক ধাপ নেমে গেছে !আস্তে আস্তে মনে হল যেন রেফ্রিজারেটরের মধ্যে শুয়ে আছে ! সেই আজব জীবটি এগিয়ে আসার সাথে সাথেই একটা কটূ গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে ; অনেকটা মাস্টার্ড গ্যাসের মতন আর হাল্কা হলুদ একটি আভা দেখা যায় কালো ঘরের ভেতরেও !

ধীরে ধীরে বদ্ধ ঘরে, তীব্র গ্যাসের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় বুম্বা --কতকটা ভয়েই ; পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ।মৃতদেহের পাশে ; কেউ যেন ল্যাজের আগা দিয়ে লিখলে যেমন হবে সেইভাবে লিখে গেছে যে এই সৈনিক অনেক রূপসীর জীবন নিয়েছে মাস্টার্ড গ্যাস প্রয়োগ করে ; যুদ্ধের সময় । সেই রূপসীরা আমার খাদ্য ছিলো তাই একে আমি নিজ হাতে মারলাম ।

এটা কে লিখেছে আর কেনই বা ঐভাবে লেখা হয়েছে কেউ জানেনা । সরীসৃপের কাহিনী বিশ্বাস করলে তাও একটা ব্যাখ্যা মেলে কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য কোনো যুক্তি/ ব্যাখা নেই । তাই আইনের লোকের মতে এটা কোনো গুপ্ত শত্রুর কাজ কারণ ভিক্‌টিম ছিলো সৈনিক আর ল্যাজ দিয়ে লেখাটা হয়ত ইচ্ছে করেই করা হয়েছে মানুষকে উল্টোদিকে চালিত করার জন্য । তবে সিংহভাগ লোকই বিশ্বাস করে যে এটা ঐ মায়াবী, শয়তান সরীসৃপের কাজ ; যাকে দেখা গেলেও টিঁকি বা ল্যাজ ধরা যায়না ।

নোটঃ সুদূর প্রাচ্যের অনেক দেশে এরকম লোকগাথা আছে যে সাপের মতন মানুষ হয় আর রূপসীদের খায় ।

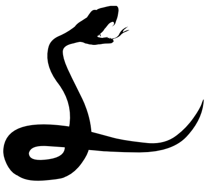

<u>রেলগাড়ি</u>

টিকটিকি- এক শহরের নাম । পরবাসে এই ধরণের নাম হয় কারণ এখানে অনেক আদিবাসী ছিলো যাদের নানান শব্দ -অনেকটা আমাদের দেশের কিছু কিছু ভাষার মতন ।

টিকটিকি শহরে ট্রাম আছে । বহু আগে আদিবাসীদের দিয়ে সাদা লোকেরা এই লাইনগুলো তৈরি করায় । পুরোটা হতে বেশ কয়েক বছর লাগে । পরে ওখানে ট্রামগাড়ি চলতে আরম্ভ করে । লোকাল ট্রাম আসতো, যেতো । **অনেক সময় লোকাল অনেক কারখানা, নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালগাড়িও ওখানে চালিয়ে নিয়ে যেতো ।** একদিন হঠাৎ এই জায়গায় ধ্বস নামে ও সব ভেঙে পড়ে । চুরমার হয়ে যায় সমস্ত কিছু । ডিব্বাগুলো, চালকের দেহ, ইঞ্জিনের ইতিকথাও !

<u>ধীরগতিতে চলা ট্রাম, নিমেষেই ডুবে যায় অন্ধকার গহ্বরে ।</u>

ইদানিং সেখানে ঘোস্ট ট্যুরের আয়োজন করেছে, লোকাল কিছু মিডিয়াম । তাদের এটা একটা এক্সট্রা আয়ের পথ । ওরা তো প্রেতকে ভয় পায়না কাজেই কোনো সমস্যা নেই ।

বিখ্যাত মিডিয়াম টবি আব্রাহাম্ ;এখানে ট্যুর অপারেট করেন । শুনলে অবাক লাগে যে এই মানুষটি আগে একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন । কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী এই মানুষের কাজ ছিলো এই এলাকার এক ফ্যাক্টরির, কারিগরি বিভাগের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করা । মিডিয়াম হওয়াতে প্যাশন ছিলো প্রেতে । কিন্তু মিডিয়াম হঠাৎ-ই একদিন হন । আগে এসব জানতেনও না কিছু । একদিন রাতে ঘরে বসে ছিলেন । তখন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ হারিয়ে যেতো । সেইসময় ঘরে, অন্ধকারেই বসে ছিলেন । হঠাৎ মনে হয় যে হাতে পেন নেওয়া দরকার । কেন মনে হল সঠিক জানেন না । পেন নিতেই অপরূপ সব চিত্র আঁকা হতে শুরু করলো । ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই আঁকাজোকায় পারদর্শী ছিলেন না । ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রয়িং করতেও কষ্ট হতো । তারই হাতে আঁকা হতে লাগলো বিচিত্র সব ছবি !

সেদিন থেকেই মিডিয়াম হন । আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ পান ও সেইদিকে- পা দেন ।এই মিডিয়াম যখন ঘোস্ট ট্যুর শুরু করেন এই এলাকায়-তখন একবার এক ক্লায়েন্ট, এই পরিত্যক্ত লাইনের পাশে অবস্থিত ; গুমটিতে দাঁড়িয়ে ছিলো । হঠাৎ-ই প্রচন্ড শব্দ করে ট্রাম আসে । লোকটি চড়তে যায় কিন্তু মিডিয়াম ওকে ধরে ফেলেন । বলেন --ওটা নকল রেলগাড়ি (ট্রাম, কিন্তু লাইনে চলে বলে রেল গাড়ি বলা হচ্ছে !) ওর অস্তিত্ব নেই । ওটা ভূতুড়ে ;যদি তুমি চড়তে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য ছিলো ।

ভৌতিক ঐ ট্রাম বা রেলগাড়ি নাকি প্রায়শই দেখা যায় । তবে সাথে কেউ না থাকলে লোকে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে, অভিজ্ঞতা না থাকায় । কেউ যদি কপাল জোরে বেঁচেও যায় তাহলে পরে জানতে পারে যে ঐ ভাঙা লাইন এর রেখা আসলে পরিত্যক্ত । অনেক বছর ধরেই ওখানে কোনো ট্রাম বা কারখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালগাড়ির ডিব্বা এসে দাঁড়ায়নি ; আর দাঁড়াবেও না ।

চক্রবুহ্যে মেধাবী মেধা

সায়কায়ট্রিস্ট মেধা চাউড্রির, মেধা যেমন আছে সেরকম অহং-ও একশো নিরানব্বই পার্সেন্ট আছে । যশস্বিনীও বটে । বিদেশে এসে ভালই নাম করেছে । প্রায় ১৫ বছর পরবাসে থাকলেও সাব-কন্টিনেটের বাজে জিনিসগুলো ত্যাগ করতে পারেনি ।তাই প্রশংসার পাশাপাশি -- অ্যাটিটিউড্ দেখানো, সব্বজান্তা ভাব করা,বসের ভূমিকা নেওয়া আর রুড্ বলেও নিন্দুকে বদনাম দেয় ।

এহেন চিকিৎসকের আবার ভূতে একেবারেই বিশ্বাস নেই । স্পিরিট নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই । রুগীদের মধ্যে কেউ স্পিরিট মানে ও তাদের সাথে যোগস্থাপন করতে পারে শুনলে ক্ষেপে ওঠে । কড়া ভাষায় আক্রমণ করে থাকে । **তাই লোকে ওকে রুড্ বলে ।**

সিড্নি শহরে অবস্থিত এই মহিলাকে, একবার বাসায় ফেরার পথে ভূতে ধরে । আসলে ঐ এলাকায় এক পুলিশ অফিসার খুব ভয়ানক ভাবে খুন হন। শোনা যায় যে ওখানে,আজও কেউ- মধ্যরাতে গাড়ি নিয়ে গেলে স্পিরিট দ্বারা আক্রান্ত হয় । মেধাকে ভূতে ধরলেও ওর

সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিলো ও ভূত দেখেছে সেটা স্বীকার করা । কারণ এতদিন ও এইজাতের মানুষকে হেয় করে এসেছে । আর ভূতে ওকে ধরলে কী হবে বিজ্ঞান তো এসব মানেনা তাই ওর ওপরে চলতে শুরু করে ব্রুটাল শক্ থেরাপি আর নানাবিধ কড়া ওষুধের প্রয়োগ । মেধা স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে কেউ ওকে আক্রমণ করছে , গলা টিপে ধরছে , ওকে দিয়ে কোনো কুকর্ম করাতে চাইছে আর এসব ওর নিজের মন থেকে আসছে না কারণ এখনও ও ফ্রি-থিংকিং করতে সক্ষম তবুও কিছু করার নেই তার । **বিজ্ঞানের ফাঁদে ফেঁসে গেছে সায়কায়্ট্রিস্ট মেধাবী মেধা !**

এই চক্রবুহ্য থেকে বার হবার কোনো রাস্তা তার আজ জানা নেই ।

ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আর প্রেতেরা ওর কানে কানে এসে বলছে , **কি এবার বিশ্বাস হয়েছে তো ? আর বলবে যে এসব হয়না ? তোমার বিজ্ঞান তোমাকেই পাগল সাজিয়ে ফেলেছে ! হায় হায় মেধা !**

স্টুপিড্ লেডি ! নিজের নাম বদলে করে নাও গাধা ।

অরণ্য শিখা

এক পুরোহিত, মন্দিরে পূজা দেয় লোকের আর্জি মেনে । লোকটি বেশ নিয়ম মেনে , জাঁকজমক করে পুজো করে । বিদেশে এই মানুষটি এসেছে পুরোহিতের ট্রেনিং নিয়ে । সমস্ত মন্ত্র, রীতিনীতি জানে । কোন দেব-দেবীর জন্য কী ধরণের উপাসনা প্রয়োজন , কোন গ্রহশান্তি করলে মানুষের উপকার হবে এসব শিখে এসেছে আর নির্ভুল বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে সক্ষম ।

একদিন হোমশিখার মধ্যে শুদ্ধতার জন্য মন্ত্র ঢালছে এমন সময় এক কুষ্ঠ রুগী মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে । একতলা এই মন্দিরটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে সমানে এখানে পিঁপড়ে চলাচল করে । পিঁপড়ে ছেয়ে যায় জুতোতে , থালায় এমনকি যজ্ঞকুন্ডের পাশেও ।

কখনো কখনো দেবদেবীর আসনেও তাদের দেখা মেলে । সেসব পিঁপড়ে এসে কুষ্ঠরুগীকে ঘিরে ফেলেছে ! আরো ভয়াল চেহারা হয়েছে এই সর্বস্ব ঝরে যাওয়া মানুষটির । গলিত হস্ত , চর্মহীন দগদগে মুখ আর রক্ত

লাভার ছাপ ; জামা ও প্যান্টে ! লোকটি হাত বাড়িয়ে ফুল চায় । ভয়ে কম্পমান পুরুৎ- লম্ফ দিয়ে দূরে সরে যায় ।লোকটিকে বার করে দেয় মন্দির থেকে লম্বা একটি লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে !!

এর কিছু সময় পরে, মন্দির চালাবার অনুমতি কেড়ে নেয় সরকার । একজন ধর্মীয় মানুষের এইধরণের কঠোর ব্যবহার দেখে । পূজারি হবে মমতায় মোড়া । কোমল মনের মানুষ । কিন্তু এই পুরুৎ যেন দেবতার বাউন্সার ! পাথরের মূর্তিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে নিজের দেহকেও রক্ষা করার চেষ্টা করছে । কাজেই এর প্রিস্ট হবার অধিকার নেই । **মন্দির বন্ধ হয়ে যায় ।**

বেকার পুরোহিত সম্ভবতঃ ঐ প্রবাসের কোনো মন্দিরেই আর কাজ পাবেনা । দেশে ফিরে আসতে হবে । আসার আগে একদিন স্বপ্ন দেখে , ঈশ্বর ওকে বলছেন ---

আমি আসনে নেই । আমি ঐ লোকটার মধ্যেই আছি ।

আমি পাথরের মূর্তি নই । জীবন্ত ; ঐ অসুস্থ মানুষটিই হল আমার আসল রূপ ।

এই পুরোহিত, যাকে মানুষ অন্ধকার, গভীর অরণ্যে এক উজ্জ্বল শিখা বলে মনে করতো- তাকেও গ্রাস করলো অবশেষে নশ্বর ভয় ।

অবিনশ্বর অরণ্য শিখা থেকে তাই এই গণ্যমান্য ব্যাক্তি পরিণত হল দাবানলের লেলিহান শিখার কবলে পড়া কালো কালো দগ্ধ কাঠে ।

লিভিং ডেড্

একটি মেয়ে ছিলো, নাম তার গৈরিকা নাথ । মেয়েটি, বাসায় একজন পেয়িং গেস্ট রাখে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য । কম বয়সী, কলেজ পড়ুয়া ছেলে সুরিন্দর এক পাঞ্জাবী ছেলে ।

গৈরিকা একাই থাকতো । এক দীপাবলীর সন্ধ্যায় যখন বাইরে সবাই বাজিতে মত্ত ঠিক সেইসময়, ঘরের গাঢ় আঁধার ভেদ করে ঐ যুবক, গৈরিকার বেডরুমে হানা দেয় । সাধারণতঃ ওদিকে ছেলেটি যেতো না । গৈরিকা রান্না করে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতো । বাড়ির পেছনে যুবকটি থাকতো ,এক কামরার ঘরে । গৈরিকার বাস সামনের অংশে । ছেলেটির যাতায়াতের জন্য অন্য গেটও ছিলো । তবুও সেদিন প্রচুর মদ্যপান করে সে গৈরিকাকে আক্রমণ করে ।

ইন্টেন্স্ সেক্সুয়াল রিলেশান হবার পরে গৈরিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে । যুবকটি অবশ্যি পরে ক্ষমা চেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । মদ্যপ অবস্থায় ছিলো তাই এই ভুল করে ফেলেছে । গৈরিকা ; শিশুটিকে কনসিভ্ করেও মেরে ফেলতে চায় । কিন্তু ওর মা বলে যে বাচ্চাটি নির্দোষ । ওকে কোনো আশ্রমে দিয়ে এলেই হবে । কত সন্তানহীন দম্পতি আছে । তাদের কেউ ওকে কোলে তুলে নেবে । গৈরিকা রাজি হলেও খুশি হয়না এই অযাচিত সন্তানকে জগতের আলো দেখাতে হবে ভেবে ।

পরে ও বাচ্চাটির জন্ম দেয় এক গ্রামে গিয়ে কিন্তু একটু বড় হবার পরে কোনো আশ্রমে দেবার মতলব করে ।

শিশুটির নাম হ্রেম ।

আসলে নাতিকে কাছ ছাড়া করতে চাইছিলো না তার দিদিমা । হলই বা জারজ, পাপজাত শিশু তবুও তার নাতি তো বটেই ! সমাজের ভয়ে হ্রেমকে আশ্রমে দিয়ে আসার প্ল্যান করতে হয় । কিন্তু গৈরিকা তার আগেই ওকে হত্যা করে । কারণ ওর মনে হতে থাকে যে এই হ্রেম বড় হয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে । কিংবা ওর বাবাও সেই কাজ করতে সক্ষম । তাই স্ট্রবেরীতে সূঁচ ঢুকিয়ে সেইসব বেরিজ্ ওকে খাওয়ানো হয় এবং ও মারা যায় । প্রমাণ নেই বলে গৈরিকা মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে ।

পরে, গ্রামের ঐ বাড়িটির আশেপাশে গড়ে ওঠে নতুন নতুন সরকারি আবাসন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য। গ্রামটি বড় হচ্ছে তাই অনেক লোক ওখানে আসছে। আসছে উদ্বাস্তুরা। আর তারা সকলে ঐ বাড়িগুলোতে এসে উঠছে।

ওখানে পরপর অনেকগুলো খুন হয়। একটি দুধের শিশু নাকি- রাতের গভীরে কোথা থেকে ছুটে আসে আর এসে গলায় প্লাস্টিকের ব্যাগ ঢুকিয়ে শ্বাস বন্ধ করে লোকদের মেরে ফেলে। একটা বাচ্চা এইসব খুন করে চলে দিনের পর দিন। গৈরিকাও বাদ যায়নি। তবে সে খুন হয় তার কর্মস্থলের কাছে। একইভাবে দমবন্ধ হয়ে। প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে কোনো শিশু নাকি তাকে মেরে ফেলেছে, অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে। শিশু হঠাৎ বিশাল দৈত্যের আকার নেয় আর লোকে মারা যায়।

ওর মা অবশ্য জীবিত আছে। তার চারপাশে নাকি একটি দুধের শিশু ঘুরে বেড়ায়। কচি কচি হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে আর মিহি স্বরে ডেকে ওঠে,

দিম্মা, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। একটা স্ট্রবেরী দেবে যার মধ্যে কোনো সূঁচ নেই!

অতিমা গুহা

অতিমা একটি গুহার নাম।একটি হার্ট শেপের দ্বীপে এই গুহা। দ্বীপের নাম তিস্‌জা। এখানে গুপ্ত নদী আছে, যা ভূগর্ভস্থ। গুহার নিজের আবহাওয়া আছে। আছে নিজস্ব বাতাস, আকাশ আর আলো। এই নদী থেকে একটি খাল কেটে, জলের অভাব কাটাবার চেষ্টা করে কিছু কয়েদী। ঐ এলাকায় একটি জেল ছিলো গুহার কাছেই। হার্ডকোর কয়েদীর চারণভূমি এই দ্বীপ ! আজকাল এই খালকে লোকে কনভিক্ট খাল বলে থাকে। এর নাম দ্রাভা খাল।

এর পাশেই আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সেখানে লগ্‌ ফায়ারে পূর্ণিমা রাতে লোকে মাংস পুড়িয়ে খায়। লন্ঠন হাতে নিয়ে নাকি এক কিশোরী ওখানে হাজির হয়। বলে ১০০ মাইল দূরে ওর বাড়িতে ওকে পৌঁছে দিতে। কেউ কেউ দিয়ে আসে। কিন্তু সেখানে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেও যাবার পরে জানতে পারে যে ও নাকি এই গুহায় ঘুরতে এসে ঐ গুপ্ত নদীতে ডুবে মারা গেছে প্রায় ৪০ বছর আগে। ওর মা খুবই বুড়োমানুষ। একাই থাকে।

মেয়ের কথায় আগে অবাক হলেও এখন সয়ে গেছে- কারণ বছরে অন্ততঃ কিছু নাহলেও কয়েকশো লোক ওকে এখানে ফেরৎ দিয়ে যায় । দূরে দাঁড়িয়ে থাকে কিশোরী মেয়েটি ! হাতে একটি লন্ঠন । মায়ের চোখ দিয়ে সমানে জল পড়তে থাকে ।

এখানে ঘাঁটি গেড়েছিলেন Cryptozoologist স্যার ক্রেগ বথাম ।উনি পরবাসের একজন নামী ক্রিপটো ন্যাচেরালিস্ট ।এই গুপ্ত নদীর পাড়ে নাকি ই-টি নামে আর মাঝে মাঝে কিছু আজব জীবের দেখা পাওয়া যায় যাদের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানের সন্দেহ আছে । ওনার কাজ হল এদের নিয়ে গবেষণা । অনেকটা প্যারা সাইকোলজিস্টদের মতন । প্যারালাল একটা সাবজেক্ট । বিশ্বাসীদের কোনো পুঁথি লাগেনা আর অবিশ্বাসীরা পুঁথি পেলেও মানেনা ।

ভদ্রলোক এখানে হানা দিয়ে আজব জীবের দেখা না পেলেও এই মেয়েটির দেখা পেয়েছেন । তবে একটু ভিন্ন রূপে । উনি দেখেছেন যে মেয়েটির হাতে কোনো লন্ঠন নেই । একটা শর্টস্ পরা । আর তার সারা দেহে মাকড়্সার জাল জড়ানো । লাল রং এর বড় বড় ছাপ, জালেও ।দেহটাও **translucent** ধরণের । কাজেই একে তো এক জাতের আজব জীবও বলা যায় । নয়কি ? বিজ্ঞানী পন্ডিতেরা কী বলেন, যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইহজগতে ? আমরা সাদাসিধে , সরল মানুষেরা তো কিছু বুঝিনা তাই এদের প্রেত বলি ।

By::: https://www.dailymail.co.uk/

The cave --- so huge it has its own weather system: Explorers discover a lost world with thick cloud and fogs trapped inside--!

- **The cave system was discovered in the Chongquing province of China by a team of cavers and photographers**
- **Caver Robbie Shone, from Manchester, said a few of the caves had previously been used by nitrate miners but had not been properly explored**
- **The network, which includes 'cloud Ladder Hall' measuring around 51,000 metres squared, has water sources and vegetation of the floor---!**

কমিউনিজম

রাণীপুর নাম হলেও এই রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার পাক্‌কা ৩০ বছর রাজত্ব করছেন । জনগণের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই । যাঁরা ওদের তাঁবেদারি করেন তাঁরা সমাজের শিখরে ; অন্যরা দলিত ।

ডাউন্ট্রেডেন মানুষ হয়েছেন আরো গরীব ।

তাঁদের হয়ে গলা ফাটাবার কেউ নেই । নেতারা ফুল ফেঁপে উঠেছেন ।সব থেকে বড় কথা হল এই রাজ্যে কেউ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাঁকে জেলে পুরে দেওয়া হয় । তন্ত্র মন্ত্র পূজা পাঠ সব গেছে গোল্লায় ।তান্ত্রিক ও সাধুরা লুকিয়ে থাকেন অথবা অন্য রাজ্যে চলে গেছেন ।সবাই সায়ন্টিফিক মাইন্ডের মানুষ । বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রাজ্যে শাসন করেন । দেহের মধ্যে সীমিত থেকেই সবাইকে ফ্রি হতে মানে ফ্রি থিংকিং করতে শেখায় ।

এই রাণীপুরে এক দূর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ছিলো । আজিজ খান । লোকে বলে কমিউনিস্টদের পোষা গুন্ডা । বহু মানুষ মেরেছে । বহু অপরাধের সাক্ষী ।

আজিজ খানের এনকাউন্টার করেছেন এক পুলিশ অফিসার । কমিউনিস্ট সরকারের নির্দেশে কারণ সে ওঁদের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছিলো । ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে উঠেছিলো । মারা যাবার পরে তার দেহাংশ একটি ঘটিতে পুরে রাখা হয়েছিলো এক পরিত্যক্ত গুম্ফায় । কমিউনিস্টদের কাছে যা টুরিস্ট স্পট । বৌদ্ধ্য সন্ন্যাসীদের আগেই মেরে তাড়ানো হয়েছে । এখন লোকে এখানে বেড়াতে আসেন ।

একবার একটি শিশু কোনোভাবে ঐ ঘড়া খুঁজে বার করে ও দেহাংশ ছড়িয়ে ফেলে মাটিতে ।তারপর শুরু হয় ভয়ানক খুন খারাপি , রাজ্যে জুড়ে- যার কোনো কিনারা পুলিশ করতে পারেনি । অশরীরি খুনী একের পর এক মেরে চলে মানুষ । কখনো নেতা কখনো মন্ত্রী কখনো বা বিজ্ঞানী । বিজ্ঞান অজ্ঞান ! লুটাচ্ছে ভূমিতে । কেউ কিছু করতে পারছেন না । হয়ত পারতেন কোনো তান্ত্রিক কিংবা ধর্মগুরু । কিন্তু আজ তাঁরা কেউ নেই । সরকারের ভয়ে বহুদিন যাবৎ-ই রাজ্য ছাড়া ।

<u>Based on; Wikipedia information :::</u>
<u>The Hammersmith Ghost murder case of 1804-----AND</u>

<u>sculpture ---Clay Pot Ghost.</u>

<u>If it'close to Halloween, the clay pot ghost is a fun craft for kid.(internet info)</u>

চম্পা চামেলি

চম্পা ও চামেলি দুই যমজ বোন । চম্পা একজন সফল মডেল । ওকে লোকে সেক্স বম্ব বলে ডাকতো ।

যুবতী থাকাকালীন যখন পাড়ায় চলাফেরা করতো তখন সামনে ১০টা আর পেছনে ২০টা বৃদ্ধ ও যুবক ঘুরতো । পরে মডেলিং দুনিয়া পা দেয় ।

সাংবাদিকেরা ওকে সেক্স বম্ব বললে ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতো , **আ সেক্স বম্ব ইজ বেটার দ্যান আ নিউক্লিয়ার বম্ব ! আমাকে দেখে লোকে উত্তেজিত হয় কিন্তু ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের সৃষ্ট বোমায় লোকে মারা যায় ।**

এহেন চম্পা খুব কম বয়সে আত্মহত্যা করে । কারণ ওকে সাইকোটিক্‌ ডিপ্রেশানে ধরে । নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় ছিলো মনে । নিজেকে একদম শুন্য মনে হতো । কোনো আবেগ নেই , নেই কোনো আনন্দ । জীবিত আছে কিনা বুঝতে পারতো না । নিজের গায়ে পিন ফুটিয়ে দেখতো যে ও বেঁচে আছে কিনা । পরে সুইসাইড করে ।

ওর যমজ বোন চামেলি ছিলো একজন পেশাদার এস্কেপ্ আর্টিস্ট । তার ধারণা ছিলো যে সে-ই একমাত্র কোনো কিছু থেকে-এস্কেপ্ করতে পারে ।

চম্পা, ওর দেহ থেকে এস্কেপ্ করতে পারবে না । ওর সেই দক্ষতা ও ক্ষমতা নেই ।তাই বোন চম্পা ; আত্মহত্যা করার পরে তাকে দাহ না করে চামেলি ওকে একটা ঘরে রেখে দেয় । কারণ প্রিয় বোন দেহেই থেকে যাবে তাহলে ! আজ চামেলিও আর বেঁচে নেই । কিন্তু চম্পাকে দেখতে লোকে আসে ওদের বাড়িতে । এটা একটি ঘোস্ট ট্যুরের স্পট । এখানে নাকি আজ বত্রিশ বছর পরেও চম্পার দেহ নড়ে, নখ বাড়ে, চুল বাড়ে আর মাঝে মাঝে কেউ ওকে খোঁচা দিলে রক্তক্ষরণ হয় । অমাবস্যায় গেলে ; বিশেষ করে কৌশিকী অমাবস্যায় অনেকে নাকি শুনেছে যে মেয়েলি স্বরে কেউ বলে ওঠে,

আ সেক্স বম্ব ইজ বেটার দ্যান আ নিউক্লিয়ার বম্ব, আমাকে দেখে লোকে উত্তেজিত হয় কিন্তু ইন্টেলেক্চুয়ালদের সৃষ্ট বোমায় লোকে মারা যায় ।

Internet information:: **Escapology** is the practice of escaping from restraints or other traps. Escapologists (also classified as **escape artists**) escape from handcuffs, straitjackets, cages, coffins,steel,boxes --barrels, bags, burning buildings, fish-tanks, and other perils, often in combination. **এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর একটি কোট্ আছে --আ সেক্স বম্ব ইজ বেটার দ্যান আ নিউক্লিয়ার বম্ব !**

কুহেলিকা

একটি নগর আছে- সেখানে জল ; জীবন্ত হয়ে ওঠে । সেই জলরেখা চলাফেরা করে মানুষ কিংবা পশুপাখির আকৃতি নিয়ে । সেটা দেখতে গেলেও সেখানে এক আজব জিনিস দেখে পুরন্দর পাকড়াশি । ওকে লোকে পাকি বলে ব্যঙ্গও করে । পাকি অর্থাৎ পাকিস্তানের লোক আরকি !! আর সেটাও খুব একটা সম্মান দিয়ে কেউ বলেনা । অনেকে অবশ্যই পুরু বলেও ডাকে । সে যাইহোক্ ; ঐ নগরে ও দেখে যে কেউ একজন আছে, নাম তার শুভাঙ্গী ভট্ট। তাকে সবাই ফলো করে । অপরূপা এক নারী । তার চলন বলন, হাসি, চোখের দৃষ্টি , হরিণচোখো মেয়ে হওয়া , গ্ল্যামার, মরাল গ্রীবা এসবের জন্য সবাইক তাকে কামনা করে কিন্তু এই কাম হল একধরণের নিষ্কাম প্রেমের মতন । ভদ্রমহিলা যেখানেই যায় লোকে পাগল হয়ে যায় ওর জন্য । কোনো অপ্সরা কিংবা কিন্নরী যেন সে ! তাকে ছোঁয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভীড় করে । ফেসবুকে তার ফলোয়ারের সংখ্যা বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে ! কিন্তু কেউ তাকে কাছ থেকে দেখেনি ।

একবার শোনা যায় যে কোন এক মানুষের নাকি সে ঘর ভেঙে দিতে গিয়েছিলো । মানুষটি আগেই বিবাহিত ছিলো । পরে এক মুখাভিনয়ের আসরে, ওদের দেখা হয় । লোকটি পাকা অভিনেতা ছিলো । এই রূপসীও নানান আর্ট ফর্মে পটিয়সী ছিলো । লোকে তাকে এই ঘর ভাঙার জন্য দায়ী করলে এই কিন্নরী বলে ওঠে ; এটা প্রেম বা উন্মাদনা নয় ; এটা একজন শিল্পীর-অন্য আরেকজনের প্রতি গভীর শৈল্পিক টান ও শ্রদ্ধা । এটাকে আজেবাজে নাম দিও না তোমরা ।

এই মহিলা ঠিক কে, কেউ জানেনা । কোনো আর্ট ফর্মের সাথে যে যুক্ত সেটা ওর কথা থেকেই বোঝা যায় । কিন্তু ঠিক কী সেই ফর্ম তাও কেউ জানেনা । মুখাভিনয় তো অনেকে দেখেছে । কেউ বলে শিল্পী, কেউ ভাস্কর, কেউ নৃত্যশিল্পী , কেউ গায়িকা আবার কেউ বলে আবৃত্তিকার । কেউ বলে ও ঢোল বাজায় কেউ বলে হতে পারে ও শ্যাডো শিল্পী আবার কেউ

কেউ বলে ও এই তিনটেও করে থাকতে পারে -- **Graffiti** , **Fumage**, **Décollage-----!** কেউ বলে ও ভাইরাসের রূপ নিয়ে আর্ট করে , নানান ভাইরাস আঁকে ও তার গঠণের সৌন্দর্য্য মেলে ধরে ।

ওকে দেখার জন্য সবাই পাগল কিন্তু ও মাঝে মাঝে দেখা দেয় । হয়ত অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসে । কোনো অমরাবতী কিংবা ময়দানবের চমৎকার ভুবন থেকে । আঁকাবাঁকা একটি রেশমী আলো ; হয়ে যায় অপূর্ব এক রমণীর অবয়ব । এই গ্ল্যামারাস্ নারীর সবকিছুই মোহময় । মায়াময় । যেন ধোঁয়া ধোঁয়া কোনো অস্তিত্ব থেকে জন্ম হয়েছে এর । এর রং ঐশ্বর্য রাইয়ের মতন , ফিগারে শিল্পা শেঠ্ঠী , চোখ সুচিত্রা সেনের মতন , উচ্চতায় শ্রীদেবী , মুখশ্রী -নিজের নয়ন যুগল আবছা করে দেখলে কিছুটা জয়া প্রদার মতন আবার ঠোঁট অ্যাঞ্জেলিনা জলির মতন । আভিজাত্যে সে প্রিন্সেস ডায়না তো কেশরাশি সেই গল্পের নায়িকার মতন যার চুল বেয়ে লোকে উঠে আসতো ! **এই রমণী কে, কেউ সঠিক জানেনা । কিন্তু এর সৃষ্টি হয় প্রতি পূর্ণিমায় আর ভদ্রমহিলা প্রতি অমাবস্যায় নিজেকে ঐ মায়াবী জলে ডুবিয়ে দেয়, নিজেই । আবার পরের পূর্ণিমায় জেগে ওঠে ।**

একে কেউ প্রেতমানুষ না বললেও, অনেকে যক্ষিনী কিংবা কিন্নরী বলে থাকে ।এর সৃষ্টি হয় লিভিং ওয়াটার থেকে আর একে দেখতে অনেকে আসে ।

এই জাদুকরীর জন্য সবাই পাগল-- এর নাম শুভাঙ্গী ভট্ট না হয়ে অনায়াসে হতে পারতো কুহেলিকা । আজকাল নাকি এর হাতে মোবাইল ফোনও থাকে । তবে তার নম্বরটা আজও কেউ যোগাড় করতে পারেনি--- । ঐশ্বর্য রাইয়ের আগে, গুগুলে এর নামও আসে ।

From Wiki and Internet :::

Décollage, in art, is the opposite of collage; instead of an image being built up of all or parts of existing images, it is created by cutting, tearing away or otherwise removing, pieces of an original image.

Viruses made of glass

Luke Jerram is a man who works with viruses and no, he's not a virologist. He likes to show the people the beauty of viruses and yes, there

is one, portrayed in the figurines made of glass that represent a strange art example.

Fumage is a surrealist art technique popularized by Wolfgang Paalen in which impressions are made by the smoke of a candle or kerosene lamp on a piece of paper or canvas ….

বৈজ্ঞানিকের প্রেতাত্মা: ভূমেডি

বৈজ্ঞানিক, ড: অখিলেশ গুপ্ত যখন জীবিত ছিলেন তখন নাস্তিক ছিলেন । ভূত তো অনেক দূরে ; উনি ভগবানও মানতেন না । পরে ওনাকে খুন করে কিছু লেখক ও কবি । কারণ ভদ্রলোক স্রষ্টাদের দুচোখে দেখতে পারতেন না । চশমা পরেও মানে ৪ চোখেও না ---- ওরা শব্দ নিয়ে কেবল জাগেল করে । অবাস্তব সব জিনিস নিয়ে খেলা করে । লজিক দিয়ে যা ধরা সম্ভব না ।

আর আধুনিক কবিতা মানে ওর কাছে পাগলামি । বিজ্ঞানীরা যত পাগলামি করে, তার চেয়েও নাকি ওগুলো বেশি উন্মাদনা ও পাগলের প্রলাপে ভর্ত্তি ।

ওরা এত নগ্নিকাদের নিয়ে কাজ করে যে পরবর্ত্তীকালে ওদের নারীদেহ দেখলে আর উত্তেজনা জাগে না । বৈজ্ঞানিকেরা নানান ওষুধ ও টুল্‌স্‌ আবিষ্কার না করলে এইড্‌স্‌ আর অন্যান্য যৌনরোগে এরা বেশি পটল তুলতো । আর সিনেমা কিংবা টিভি তো এদের জন্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এখন ব্যাটারা এসব নিয়ে খেলছে । তবে এরা না থাকলেও চলে । এমন প্রযুক্তি আছে যে নিজের থেকে গান হবে । চমৎকার নাচ করবে রূপসী রোবট !!!

এইসব বলায় ; ওর বিরুদ্ধে স্রষ্টারা মানহানির মামলা করে । আসলে লেখক/কবিরা ওর কাছ থেকে শব্দ কেড়ে নিয়েছিলো কারণ শব্দে শুধু ওদেরই অধিকার ; ওরা শব্দের জাদুকর ও শিল্পী । তাই ওর পেপারে লেখা কিংবা কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায় । গবেষণাও বন্ধ হয় কারণ কোনো অক্ষর জড়িত জিনিস নিয়ে কাজ করতে ওকে আইন বাধা দেয়, লেখকদের মান রাখতে ।শেষের দিকে লোকটি আকার ইঙ্গিতে সব বোঝাতো -

-আ-আ, ই-উ, হো-হি, হু-হা এইসব সাইন দিয়ে দেখাতো । ছবিতে আপত্তি নেই কোর্টের কিন্তু শব্দ স্পর্শ বারণ ।

তাই লোকটি আত্মহত্যা করে । অর্থাৎ একরকম ভাবে বলা যায় যে লেখক/কবিরা ওকে মেরে ফেলেছে ।
এখন এই লোকটির আত্মা অমাবস্যা রাতে লেখক/কবিদের আক্রমণ করছে ওর ল্যাবের ধারে । **ল্যাবের নাম এখন হয়ে গেছে ঘ্যাব । অর্থাৎ কিনা ঘোস্ট ল্যাব ।**
ঘ্যাবের সরু গলির পাশে লুকিয়ে থাকে বৈজ্ঞানিকের ভূত । আর জ্যান্ত লেখক/কবি ওখান দিয়ে শব্দ নিয়ে গেলেই তাদের মেরে শুইয়ে দেয় ।

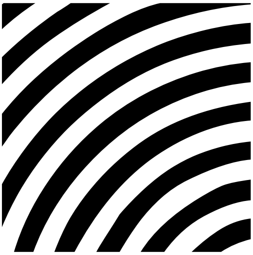

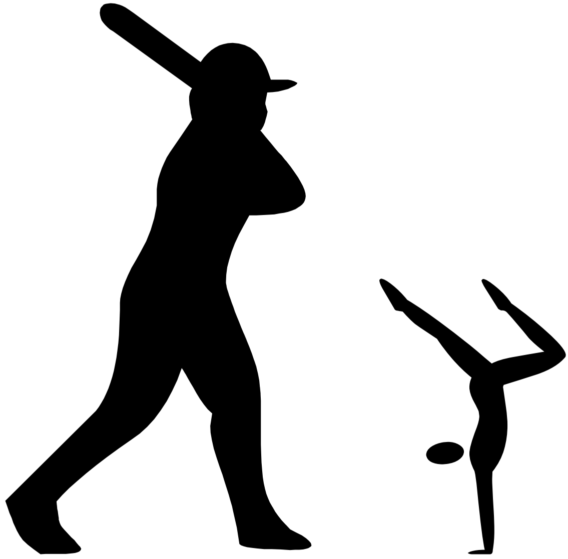

Gargi Bhattacharya has a master's degree in environmental science from IIEE , New Delhi -a key national environmental survey organisation of Government of India.
She had worked as an animator in Kolkata and also pursued a course in Cost and Management Accounting and Master's Degree in Commerce with specialisation in Finance, which she was unable to complete. She has learnt painting and sculpting from a student of noted painters, Ganesh Haloi and Atul Basu.She was the founder, editor of a bengali web magazine named SONAJHURI which ran for almost a decade, publishing more than 100 continuous monthly issues. Her magazine was named in an article about bengali web magazines in noted Indian newspaper, The Indian Express. The domains www.sonajhuri.com and www.sonajhuri.net were valued at USD 20400 when she stopped the publication due to her health. Her first book had rave reviews in noted bengali magazine about books - Boier Desh, An Anandabazaar Publication. Writing is neither her passion nor her obsession. She only does it to pass free time. Her passion lies in spiritual healing and séance. ☺

Certificates attached:::

2/10/2014 certified
appraisal.net/appraisal.asp?Domain=sonajhuri.net
http://certifiedappraisal.net/appraisal.asp?Domain
=sonajhuri.net 1/1 (is not working now)

Thousands of appraisal certificates issued by our company, thousands of domains sold, thousands of happy customers. Join now! Domain Services

Appraisal Certificate

Certified Domain Appraisal
Manually appraised by Michael Lloyd 9.28.13
sonajhuri.net : $7,900
Dot Value : 85%
Recognition : 60
Marketability : 78
Development Potential : 89
Parked: Yes (Sedo.co.uk)
Trademark Infringement: No
PageRank: 0/10
Alexa Rank: 0
DMOZ Listed: No
Archive.org Listed: Archived
Website Age: 8 years 107 days
External Backlinks: 191

____

Appraisal Certificate

Certified Domain Appraisal
Manually appraised by Michael Lloyd 9.28.13
sonajhuri.com : $12,500
Dot Value : 100%
Recognition : 60
Marketability : 85
Development Potential : 94
Parked: Yes (Sedo.co.uk)
Trademark Infringement: No
PageRank: 4/10
Alexa Rank: 0
DMOZ Listed: No
Archive.org Listed: Archived
Website Age: 8 years 339 days
External Backlinks: 12,965

____

THE END

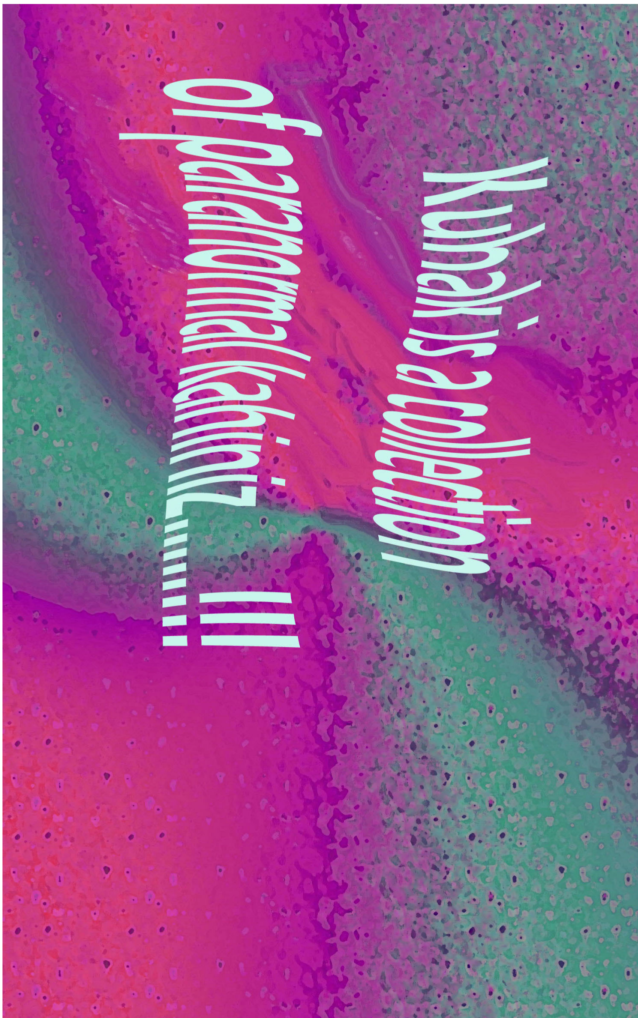
Kuhak`is a collection
of paranormal kahiniz......!!!